PARIJAT BIKASH.

IN BENGALEE.

PART I.

BY

JOYNARAIN BANERJEA.

পারিজাতবিকাশ।

পূর্ব্ব খণ্ড।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CANNING PRESS,

No. 53, BOW-BAZAR STREET.

1863.

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অসদ্ভাব হেতু এই পুস্তক লিখিত হয় নাই, আমাদিগের দেশীয় ভাষায় এপর্য্যন্ত যে বহুল প্রস্তাবনীর অভাব লক্ষিত হইতেছে কেবল সেই অভাব দূষ্টি করিয়াই ইহা রচিত হইল। ইহা দ্বারা যদি সেই অভাবের যৎকিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য সাধন হইল।

এই গ্রন্থ কোন আদর্শ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই; ইহার স্থানে স্থানে প্রাচীন ভাব ও প্রাচীন প্রণালী পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে পুস্তকখণ্ড সাধারণের নিকট সমাহৃত ও পরিগৃহীত হইলে ইহার উত্তর খণ্ড প্রকাশ করা যাইবেক। শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরি মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০, ১১ই আষাঢ়।

The subjoined is a translation of the opinions of some of the professors of Hindoo Literature offered on the merits of the work before it passed through the Press.

I have read several passages of the work named Parijat Bikash and I am of opinion that it is well written. When published it is likely to attract the attention of the reading public

30th Bhadro.
1269 B. S.

Signed Ganesh Chunder Surma
Sanscrit College.

On perusing several paragraphs of the manuscript of the Parijat Bikash I find that the inventive genius of the author does no discredit to him; and if he steadily perseveres in his plan, he will attain to further improvements.

Signed Dwarka Nath Surma
Sanscrit College.

I have already expressed, in a separate place, my opinion on the work named Parijat Bikash. The production of such works does not only contribute to the improvement of the Vernacular Literature but furnish a ready means to the Literary students to purify their taste. What doubt there is, therefore, of its being acceptable to the Public.

Signed Bhudeb Chunder Surma
Professor of Hindoo Laws.
Calcutta Sanscrit college.

On going through the whole of the work named "Parijat Bekash. I have derived boundless satisfaction. The elegance of its diction combined with the beauty of thoughts does great credit to the inventio of its author. This newborn work promises to usher an able write before the Public.

1270 B S.
10th Ashar.

Signed Goroo Doyal Surma

Baboos Gunga Churn Sen and Hollodhur Chuckerbutty on Inspect of the work have expressed their approbation of it.

মলস্তিকা।

উপক্রমণিকা

অতিপূর্ব্বকালে সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীরে চন্দ্রা-দিত্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন, সুশ্রবন্ত নামে অতি বিদ্বান তাঁহার এক অমাত্য ছিল।

একদা ভূপাল প্রণতাশেষনরেন্দ্র ও অমাত্যসমভি-ব্যাহারে হর্ষিত মৃগয়ায় বনে গমন করিয়াছিলেন, নগর হইতে বহির্গত হইয়া সেতুপথ, অনূপ, নদী, কান্তার প্রভৃতি নানাবিধ দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া অর-ণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে মনোমধ্যে হর্ষ ও প্রীতির সঞ্চার হয়। স্থানে স্থানে শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল, বকুল, বঞ্জুলপ্রভৃতি অতি মনোহর মহীরুহ চতুর্দ্দিকে শাখা-বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে নিম্ব, লবঙ্গ, কদম্ব, জম্বু, জম্বীর, দাড়িম্ব, উড়ুম্বরপ্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ

পাদপ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা রক্তাশোক, পলাশ, কিংশুক, কাঞ্চন, শমী, শিরীষ, শাল্মলী, করঞ্জ, কদলী, হরিতকী, বিভীতকী, কেতকী, শিংশপা, ধাত্রী, মধুপর্ণী, সপ্তচ্ছদপ্রভৃতি তরু কুসুমিত ও পল্লবিত হইয়া কাননের রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মধুমত্ত মধুকরগণ পুষ্পপরম্পরায় উড়িয়া বসিতেছে। শাখায় শাখায় শাখামৃগ বিকটবদনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকে ভয়প্রদর্শন করাইতেছে। কোন স্থানে সিংহ, সৈরিভ, শরভ, শম্বর, রৌহিষ, ন্যঙ্কু, গোকর্ণ, মৃগ প্রভৃতি পশুগণ বনে বনে সুখে ভ্রমণ করিতেছে। কঙ্ক, কলিঙ্ক, কলবিঙ্ক, সারঙ্গ, কাদম্ব, চক্রবাক, শুক, পুণ্ডরীক, শ্যেন, বনকপোত প্রভৃতি পক্ষিজাতি তরুশাখায়, ক্ষিতিতলে বিহার করিতেছে। রাজা হর্ষিত হইয়া কহিলেন, আহা! এই সকল পক্ষিজাতির কণ্ঠস্বর কি সুমধুর! এই শকুন্তসমাকুলকলরব শ্রবণে বোধ হইতেছে বাকশক্তি রহিত বিহঙ্গমগণও মধুমাসে মদনোৎসব করিয়া থাকে।

রাজা অমাত্যের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে বনপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! রথ সেনানিবেশ সন্নিহিত হইয়াছে, কান্তারপথে গমন করিতে

অস্মদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কি অনুমতি হয়? রাজা দক্ষিণস্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া বরূথ মোচন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রথের বেগ সম্বরণ হইলে রাজা, করে শরাসন, কটিদেশে সারসন ও মস্তকে শীর্ষণ্য ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাসিক, পদাতিক, চর্ম্মিন্, যাষ্টিক প্রভৃতি শূর বীরগণ ফলক, ভিন্দিপাল, শঙ্কু, তোমর ধারণ করিয়া মহা-কোলাহল শব্দে নিবীড় গহনে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাজা অশ্বারোহণে এক ঋষ্যশিশুকে লক্ষ্য করত শরসন্ধান করিয়া বেগে গমন করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, যেন কোন ব্যক্তি ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে মহারাজ! শমীকণ্টকদ্বারা সুকোমল কমল-পত্র কর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন! এই দুর্ব্বল প্রাণী কি আপনার তীক্ষ্ণশরের লক্ষ্য হইবার উপযুক্ত? কমলে কুলিশপাত কি সন্তাপদায়ক নহে? ইহাতে রাজা হতবুদ্ধি হইয়া সচকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, দেখ কে আমাকে এই মৃগটিকে বধ করিতে নিষেধ করিতেছে, কাহাকেও ত অবলোকন করিতেছি না, যাহা হউক. সমভিব্যাহারী লোকদিগকে ইহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ কর আমরা এই স্থানেই

প্রত্যাদিষ্ট হইতেছি, এই বলিয়া এক তরুতলে উপবেশন করিলেন।

অমাত্য সৈন্যদিগকে ভূপাদেশ গোচর করিবামাত্র তাহারা লতামণ্ডপ, গহনতরুতল, বিশেষরূপে সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, কিন্তু মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। পরিশেষে ভূপালের নিকট আসিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা বিস্তর অন্বেষণ করিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানে কোন তাপসের আশ্রম ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এইরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে এক জন সৈনিক ভূপালের সন্নিহিত হইয়া একটি শুকপক্ষী প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! এই শুকপক্ষিটি আপনাকে কুরঙ্গবধে নিষেধ করিতেছিল, বহুযত্নে ধৃত করিয়া উহাকে মহারাজের সমীপে আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করুন। রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে পক্ষিটিকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্য হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

শুক ভূপালকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! অধম জাতিতে জন্মপরিগ্রহ করে বলিয়া পক্ষিমাত্রেই

মিথ্যা কহে, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। এক্ষণে নিতান্ত প্রাচীন হইয়াছি বলিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলাম, আপনার অনুচরগণ মৃগয়ায় আসিয়া বিনা কারণে আমাকে ধরিয়া আনিল। বার্দ্ধক্যদশায় শরীর, অতিশয় শীর্ণ ও নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছে, একন্য অতি অল্পেতেই মহা ক্লেশ অনুভব হয়, আপনার অনুযায়ী লোকেরা দৃঢ় লতাপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, মহারাজ! লতাবন্ধনে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, ত্বরায় মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করুন। রাজা ও বনবাসী লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন কি সর্ব্বনাশ, অনুচরেরা পক্ষিবেশ-ধারী কোন্ মহাত্মা পরম পূজ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া আনিয়াছে। অজ্ঞানতাবশতঃ ইঁহার যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করা হইয়াছে। রাজা স্বয়ং শুকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

শুক মুক্ত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি বিপন্ন লোকদিগের প্রতিক্রিয়ার মহোপায় স্বরূপ, আপনার বাহুবলে ও অপ্রতিহত পরাক্রমে বসুমতী একচ্ছত্রা হইয়াছেন, আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; দীর্ঘজীবী হইয়া নির্ব্বিরোধে সসাগরা ধরায়

একাধিপত্য করুন। রাজা শুকের বচন শ্রবণে হর্ষাধিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, সাধো! অপ্রগল্ভ ও পিতৃসন্নিভ লোকদিগের আশীর্ব্বাদ দৈববাণীর ন্যায় সত্য। অদ্য আপনার দর্শনেই এই প্রশ্রিত জন চরিতার্থ হইয়াছে, যাহা হউক আপনার ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইবার কারণ কি, শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে। শুক কহিল, মহারাজ! তাহা অতি বিস্তার্ণ ক্রমে জানিতে পারিবেন শ্রবণ করুন।

ললন্তিকা।

গল্পারম্ভ।

এই সর্ব্বংসহা বসুধাপীঠে করতোয়া নামে এক অতি প্রসিদ্ধ বেগবতী নদী আছে, যে স্থানে হর পার্ব্বতীর বিলাসভবন ও দক্ষপ্রজাপতির আশ্রম অদ্যাপিও দৃষ্টি-গোচর হয়।

উহার অনতিদূরে নন্দা নামক মনোহর সরোবর আছে। নন্দা সরোবরতট অতি রমণীয় স্থান, দিবা-ভাগে মুনিকন্যাগণ নন্দা সরোবরে ভগবতী উগ্রচণ্ডার অর্চ্চনা করিয়া যান, সেই সমস্ত রক্তচন্দনানুলিপ্ত উৎ-পল সমীরণপ্রবাহদ্বারা নানাদিগে প্রবাহিত হইলে রাত্রি-কালে চন্দ্রালোকে সরোবর কুমুদময় বোধ হয়। বিবিধ কেলীপর জলচর পক্ষিগণ নিয়ত সেই স্থানে কোলাহল করে ও কোকিলের কলরবে বন উল্লসিত হয়। পূর্ব্বে উহার নিকটে এক অতি প্রাচীন তমালতরুতলে সকল

কলাভিজ্ঞ কালত্রয়দর্শী মহর্ষি কৌশিকের আশ্রম ছিল, সেই তপোধন ত্রিদশারাধ্য সাক্ষাৎ চক্রপাণি ইন্দ্রাবরজের অবতার স্বরূপ, দ্বৈপায়নকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। গাম্ভীর্য্যে সাগর তুল্য, প্রভাবে দ্বাদশাত্মা অর্য্যমা সদৃশ, করুণার প্রবাহ ছিলেন। শুনিয়া থাকিবেন ভগবানের মানস হইতে মন্মথ নামে তাঁহার এক কুমার জন্মে, একদা সেই বিষ্ণিবংশোদ্ভব মনোভব চন্দ্রলোক হইতে তপোলোকে গমন করিতেছিলেন, মানসসরোবরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন চৈত্ররথবনে কিন্নরবালাগণ কেলি করিতেছে। কন্দর্প স্বভাবতঃ অতিশয় দুরাশয়, অনার্জ্জ ও বিবশাশয় লোকের মনে কিছুতেই ঘৃণার উদয় হয় না, সুতরাং ঈদৃশ নিরুত্ত অবিষ্টদুষ্টধী কন্দর্পের অনুষ্ঠিত কার্য্য কি আছে? মকরকেতন মনোরম সুসম কুসুম শর লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে মুগ্ধস্বভাবা অপ্সরোবালাদিগকে স্মরদশাভিভূত করিল।

কন্যাগণ অনঙ্গ কুসুমচাপপ্রভাবে স্খলিতাঙ্গী ও সুরতোন্মাদিনী করিণী প্রায় হইয়া সেই সরোবরতীরে তরুলতাসমাবেষ্টিত এক নিভৃত লতাগহনে মহাতপা শাতাতপ তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিল। এই সূত্রে প্রমদ্বরা নাম্নী অপ্সরাগর্ভে মহর্ষি শাতা-

তপের বিলাসিনী নামে এক কন্যা উদ্ভব হয়। বিচক্ষণ তপোধন, তাপসাগ্র কৌশিকের সহ স্বীয় দুহিতার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বিলাসিনীর গর্ভে ভগবান্ কৌশিকের ললন্তিকা নামে এক কন্যা সমুৎপন্না হয়। বিদ্যাধরী, কন্যাটিকে প্রসব করিয়া তাপসের প্রতি প্রতিপালনের ভার প্রদান পূর্ব্বক স্বকাশে গমন করিল। মহর্ষি নিরতিশয় যত্ন ও স্নেহসহকারে কন্যাটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ললন্তিকা নির্ম্মলা শশিকলাপ্রায় সৌষ্ঠব ও লাবণ্যময়ী হইতে লাগিলেন।

কালক্রমে বসন্তকুসুমের ন্যায় ললন্তিকার যৌবনমঞ্জরী বিকসিত হইলে বাল্যাবস্থাসহ শৈশবসুলভ চপলতা গলিত হইল। মুখমণ্ডলরূপ আকাশমণ্ডলে লজ্জারূপ চন্দ্রমণ্ডল প্রতীয়মান হওয়াতে, দৃষ্টিরূপ চন্দ্রমারশ্মি অধস্তলশায়ী হইল। ললন্তিকার লজ্জাকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরে হাস্যরূপ তড়িৎপুঞ্জের আবির্ভাব হইলে, মুখমণ্ডল বল্কলরূপ মেঘবিতানে দৃঢ়রূপ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

একদা বসন্তসমাগমে দক্ষিণদিক্ হইতে অমৃতায়মান মন্দ মন্দ মলয়মারুত সঞ্চালিত হইয়া লোকের মনে কন্দর্প অনুরাগ উদ্দীপন করিয়া দিতে লাগিল। বনপুষ্প প্রস্ফুটিত ও কল্পপাদপের মঞ্জরী উদ্গত হইল। সহ-

কারমুকুলসৌগন্ধে ও কোকিলের কলরবে বন আকুল করিল। শিখিকলাপ তরুশাখায় বিচিত্র চন্দ্রককলাপ বিস্তার করিয়া মৃগকুলকে আকুল করিতে লাগিল। বসন্ত-বিকাশ পলাশ, সিংশপা, রক্তাশোক বিকসিত হইলে বনময় লোহিতরাগবিস্তার হইল, আরণ্যজন্তুগণ সশঙ্ক-চিত্তে দাবাগ্নিভ্রমে ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিল। বোধ হয় যেন মীনকেতনের নিশিত শরপাতভয়ে বাক্‌শক্তি-রহিত অচেতন প্রাণিগণও ব্যাকুল হইয়াছে।

এক দিবস ললন্তিকা আশ্রমসন্নিহিত রক্তাশোকপাদপ-তলে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে সখে কি কৌতু-কাবহ কাণ্ড! দেখ, ভয় প্রদর্শন করিলেও মৃগশিশুটি নিঃশঙ্কচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, কোনক্রমেই বাধা শুনিতেছে না। তুমি উহাকে নিরস্ত কর। কৌতুকক্রমে দূর হইতে পরিহাসচ্ছলে, সখে ঐ মুগ্ধমৃগশিশু যথার্থই শশাঙ্কঅনুসরণে ধাবিত হইয়াছে, উহাকে ভয়প্রদর্শন করান অনুচিত। এইরূপ পরিহাসসূচক আলাপ বনা-ভ্যন্তরে শ্রবণ করিলেন। ললন্তিকা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সেই দিগে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর দুই জন তপস্বীকুমার লতাবিতান হইতে বহির্গত হইলেন দে-খিতে পাইলেন। উভয়েরই সমান রূপ ও সমান বয়ঃ-

ক্রম। এক জনের হস্তে যজ্ঞীয় কুশসমিধ্ ও রাস্তদণ্ড, অন্য মুনিকুমারের বামকরে কমণ্ডলুপূর্ণ তীর্থোদক, গলে দক্ষিণাবৃত্ত, শনৈঃশনৈঃ শষ্পবীথিকায় আগমন করিতেছেন। পুরোগামী প্রথম কুমারের শান্তমূর্ত্তি ও রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বোধ হয় হিরণ্যগর্ভালয়া গায়ত্রী তাঁহার রূপগুণে বশীভূত হইয়া তপোবনবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ললন্তিকা তাঁহারই রূপলাবণ্যের পক্ষপাতিনী হইয়া বিরজা নাম্নী তাপসীকে সমীপাগতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যে! এই মুনিকুমার কে? ইনি কোন্ আশ্রমললামরত্ন? কোন্ কলাঙ্কু বা ইঁহার অপরিচিত? ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয় এরূপ বিকল, শরীর অবসন্ন ও মন এপ্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে কেন? উপাধ্যায়ী তাপসী ললন্তিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া বোধ প্রকাশ পূর্ব্বককহিলেন বৎসে এরূপ অপ্রাকৃত ও অশ্রদ্ধেয় মনশ্চাপল্য প্রকাশ করা তপস্বীবালাদিগের নিতান্ত অযোগ্য। মধ্যাহ্ন তাপমান গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় রশ্মিকণা বর্ষণ করিতেছেন, ক্ষিতিতল অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আশ্রম কুটীরে চল। ললন্তিকা তাপসীর তিরস্কারে লজ্জিতা ও

শঙ্কিতা হইয়া শঙ্কাকুল হরিণীর ন্যায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

ললন্তিকাকে দর্শন করিয়া চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অনুরাগেরসঞ্চার হইল। অনন্তর সায়ংকালে তাপসী ললন্তিকাকে ডাকিয়া কহিলেন বৎসে! তোমাকে অকারণ তিরস্কার করিয়া অদ্য আমি অতিশয় অসুখে ছিলাম, এক্ষণে একটি কথা বলিয়া যাই বিস্মৃতা হইও না, সায়ংসন্ধ্যার্চ্চনা সমাপন করিয়া মুনিকুমারগণ আবাসতরুতলে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিবেন তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিলে তোমায় দেখিয়া সকলে সোদর্য্যস্নেহ প্রকাশ করিবেন, তুমিও তাঁহাদিগের প্রতি সমানোদর্য্যস্নেহ প্রকাশ করিয়া সেই অবসরে চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিবে, তাহা হইলেই সেই অক্ষবলয়ী মুনিকুমারের পরিচয় জানিতে পারিবে।

অনন্তর ললন্তিকা, তাপসী যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। মুনিকুমারগণ ললন্তিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদবিস্ফারিতচিত্তে সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন অনন্তর কোন মুনিকুমার চন্দ্রায়ুধের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় ও ধবলাচল নামে অতি প্রসিদ্ধ দুই পর্ব্বত আছে, উহাদিগের মধ্যস্থলে বহুদূর বিস্তৃত এক দুর্গম অটবী আছে। উভয় পর্ব্বতের মধ্যগত কুহুনিশার ন্যায় সেই অটবী নিয়ত নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, উহার অভ্যন্তরে সূর্য্যের আলোক দৃশ্য হয় না। মধুমাসে বসন্তকুসুমোদ্গম হইতে আরম্ভ হইলে সেই গহনজাত তরুনিচয়ের শাখা বিটপ সকল পল্লবিত, পল্লব, মুকুলিত ও মুকুলকলাপ, মঞ্জরিত হইতে থাকে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুমসৌগন্ধে মধুলুব্ধ মধুকরগণ মধুময় কুসুম অন্বেষণে গুন্ গুনস্বরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। ঐ অটবীর দক্ষিণভাগে কৈলাসশিখরসম্ভব প্রবাহনিবহ শৃঙ্গ হইতে পর্ব্বতকন্দরে প্রবলবেগে পাতিত হইতেছে, সংগ্রামশ্রান্ত করী, করভযূথ ক্লান্ত হইয়া সেই দিকে জলপান করিতে আগমন করে, দূর হইতে দেখিলে উহাদিগকে গণ্ডশৈল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। সেই প্রস্রবণের অনতিদূরে কোন গিরিতটে সুরলোমা নামা মহা যশস্বী তেজস্বী তপস্বী তপস্যা করিতেন। মহর্ষি আজন্ম অকৃতদার হইয়া যোগসাধনেই জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাপসের তপঃপ্রভাবে তপোবনে পারিজাত মঞ্জরিত, শুষ্কলতা মুকুলিত ও বৃক্ষ সকল

ফলভরে অবনত হইয়া থাকিত, বোধ হইত যেন, পথশ্রান্ত পান্থিকদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

একদা মহর্ষি গোতমীতীর্থে অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হিমালয়ের কাঞ্চনময় প্রস্রবণের নিকট সদৃশা এক দিব্য মুক্তাহারদশনা, সস্মিতলোচনা, ইন্দুবিনিন্দিতমুখারবিন্দা রম্ভা উর্ব্বশীসদৃশাকৃতি কামিনী তীর্থাভিমুখে আগমন করিতেছেন অবলোকন করিলেন। সর্বাঙ্গভাবে মৈনাকদেশীয় একটি রাজকন্যা গাত্রে পরিমলন্যাসনম্বারা মুক্তাহারগলিত প্রায় স্বেদবিন্দু নিবারণ করিতেছেন। কর্ণে কদম্বকুসুমমঞ্জরী, গলে একাবলী মালা, পরিধান রক্তবাসন প্রায় পাণ্ডুবর্ণ বল্কল দুকূল, করে লীলাকমল, ইন্দীবরপারমুখারবিন্দ, কণক নিমান্দস্তুচিক্কণ চম্পককলাবিলা;—দেখিলে বোধ হয় যেন বেদমাতা গায়ত্রী আপন প্রিয়পাত্রী সরস্বতীসহ ভূলোকে অবতীর্ণা হইতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইলে মহর্ষি জানিতে পারিলেন তপোবনে চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সমাগম হইয়াছে। অনন্তর সসম্ভ্রমে অবগাহন সমাপন করিয়া তীরে উপনীত হইলেন। বনদেবতা পূর্ব্বেই পাদ্য অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, ভগবান সুরলোকার সহিত হইয়া মহর্ষির অর্চ্চনা করিয়া আয়ত্তপ্রাসে

বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি রোদন সম্বরণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অবিরল নেত্রবাষ্প নিবারণ করিতে পারিলেন না, অবশেষে অনুযঙ্গিনী ভূপালনন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বরারোহে! ইঁহার অশ্রুপাতের কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? কোন দুরিত দুরাত্মা ইঁহার প্রতি অত্যাহিত প্রকাশ করিল বল? রাজপুত্রী কহিলেন, মহাভাগ! তপঃপ্রভাবে আপনার অগোচর কি আছে, অঙ্গনাজনের মন অতি বিমূঢ়, বোধশক্তি না থাকিলেও দূরদর্শী মহর্ষিজনের নিকটও প্রাগল্ভ্য প্রকাশ করিতে শঙ্কুচিত হয় না। ইঁহার বাষ্পপাতের কারণ নির্দ্দেশ করা পুনরুক্তি মাত্র, জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিতে হইল।

এই রাজকন্যা অথবা চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একদা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষচতুর্দ্দশীতে ত্রিদশাধিপতি সহস্রলোচনালয়ে দেবসভায় অমৃত উৎসব সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সিদ্ধত্রিদশ কিন্নর, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, গুহ্যকপ্রভৃতি স্বর্লোকমণ্ডলমণ্ডিত পুরন্দরসভামণ্ডপ চন্দ্রলোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুরতরঙ্গিণীগণ মণি মৌক্তিকাদিজড়িতবেশভূষায় সুরসভা উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহা-

দিগের দেহপ্রভায় কণ্ঠস্থিত নক্ষত্রমালা বিগতপ্রভা হইয়াছে। অঙ্কে সুকুমার সুরকুমারগণ, শারদীয়শশাঙ্কঅঙ্কে কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালদিগের মোহনীয় কান্তি ও মধুরিম হাস্য দেখিয়া সকলে পুলকিত ও মুগ্ধ হইতেছেন। ইহা দেখিয়া অনপত্যতাহেতুক ইনি সীমাতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া ঔদাস্য আদিষ্ট ত্বরায় রঙ্গস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

সম্পদ সৌভাগ্যের অনুচর, দৈবানুকূল হইলে যত্ন না করিলেও রত্ন লাভ হয়। রাজপুত্রী এইরূপ পরিচয় দিতেছেন এমন সময়ে বনদেবতা নির্ব্বেদ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন তাত! আমি অনালোচিতপূর্ব্ব অননুভূত চিন্তায় এই তপোবনে আগমন করিয়াছিলাম, দৈবই আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিল। এক্ষণে দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে চন্দ্রের অনুরূপ এক কুমার প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে দাবদেবি! আগামী চন্দ্রমাসীয় শ্রীপঞ্চমীতে সমঙ্গা নদীতে কৃতাবগাহনা হইয়া ভগবান্ অনিলোচনের অর্চ্চনা করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। মহর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া চৈত্ররথবনদেবতা আহ্লাদবিস্ফারিতচিত্তে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া সকাশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কাল, পক্ষ, মাসাব্দ অতীত হইলে বনদেবতার এক মনোহর চন্দ্রাকৃতি সুকুমার জন্মিল। একদা চৈত্ররথবনদেবতা পুত্রটি লইয়া মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, অনন্তর কুমারকে সপ্তপর্ণ বনে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাপস আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একটি শিশু পলাশবাটিকায় তপোবনপালিত হরিণশিশুদিগের সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। অনন্তর চৈত্ররথবনদেবতার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া কারুণ্যরসপরবশ হইয়া শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন চন্দ্রের অনুরূপ বলিয়া চন্দ্রায়ুধ নাম হইল।

কালক্রমে পক্ষিদিগের কুলায়ত্যাগের ন্যায় মহর্ষি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রায়ুধ পিতার বিয়োগ শোকে কাতর হইয়া মাতৃহীন হরিণশিশু ন্যায় বনে বনে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যে দিগে নেত্রপাত করেন, কেবল নিবিড় অরণানী অবলোকন করেন কাহাকেও দর্শন করা দূরে থাকুক সেই বনে মানবগণের সমাগম কচিৎ ঘটিয়া উঠে। শৈশবকালে মাতৃ পিতৃহীন হওয়ার বাড়া যন্ত্রণা আর নাই। চন্দ্রায়ুধ জ্ঞান হওনাবধি কখন মাতার মুখাবলোকন

করেন নাই। পরমকারুণিক তাপস অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগে ক্লেশ ও যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলে বন জন্তুদিগের স্তন্য পানে জঠরজ্বালা নির্ব্বাপিত হইত, ও রাত্রিকালে তরুতলে শয়ন করিয়া শোকাশ্রুপাত করিতেন।

হায়, যে সুকুমারকলেবর শিশু সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী শুভকারিণী জননীর স্নেহময়সুকোমল অঙ্কে সংরক্ষিত হইয়াও সহসা আপদে অভিভূত হয়, ঈদৃশ সুকুমার শিশুর পক্ষে নিরাশ্রয়তা ও অরণ্য বাস কি ভয়ানক ও অবসান বিরস! রাত্রিকালে যে সময়ে মহিষ, গণ্ডার, প্রভৃতি হিংস্র বন্য জন্তুগণ ভয়ঙ্কররবে গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া মৃগবরাহের প্রাণবিনষ্ট করিতে থাকে, তাহাদিগের গম্ভীর চীৎকার শ্রবণেশঙ্কায় চন্দ্রায়ুধের তালুশুষ্ক ও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। তৎকালে বাঁচিবার কোন উপায় না দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে লতাব্যবধানে প্রচ্ছন্নভাবে নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিগে কর্ণপাত করিয়া থাকেন। প্রায় এই রূপেই নিশা অতিবাহিত হয়। যখন নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতেন, অনুকূলস্নেহবৎসলা বনদেবতাগণ নিকটে আসিয়া সান্ত্বনা

করিতেন। তাঁহাদিগের দর্শনে আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না, যৎকালে বনদেবতাগণ চন্দ্রায়ুধের দর্শন-পথের অতীত হইতেন, অনিমিষলোচনে সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে, একদা ঘোরতর ঘনঘটায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রাবৃট্‌কাল উপস্থিত হইল। বনের অভ্যন্তর যমের আবাসের ন্যায় নিবিড় তিমিরজালে আচ্ছন্ন হইল দিবসে রজনী ভ্রম ও অনবরত সহস্রধারায় বারিধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল, বজ্রাঘাত ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ভয়ানক আলোকে দুর্দ্দিনান্ধের অবধি রহিল না শূন্যে মেঘগর্জ্জন, ও তরু পল্লবে করকাপাত, উভয়ই অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিল, উদ্গাঢ়ঝটিকায় বৃক্ষের শাখা সকল ভগ্ন হইতে লাগিল বজ্রপাতের গম্ভীর গর্জ্জন ও ঝড় বৃষ্টির শাঁ শাঁ শব্দে সন্নিহিত নির্ঝরপতনশব্দও শ্রুতিগোচর হয় না। চন্দ্রায়ুধ এই বিষম সঙ্কটে শঙ্কিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তরুতল আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষাকাল অতীত হইলে ক্রমে হেমন্তকাল উপস্থিত হইল; এই সময়ে প্রভাত ও অপরাহ্ণ উভয় কালেই দিঙ্মণ্ডল বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবীর দৃষ্টিপথ অব-

বোধ করিল, পবনপ্রবাহিতপরিমলসম্পৃক্ত হইয়া হিমশীকর বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইলে, বোধ হইল যেন হেমন্তরাজ অমৃতবর্ষণসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের তেজঃ অতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল, কেবল এই কালেই দুষ্ট হেমন্ত নলিনীর সহ দিনমণির বিষম বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিল। চন্দ্রায়ুধ অতিকষ্টে হেমন্তকাল অতিবাহিত করিলেন।

হেমন্ত ঋতু অতীত হইলে, ক্রমে নিদাঘকাল উপস্থিত। নিদাঘকালিক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; জলাশয়ের জল শুষ্ক হইল। ক্ষিতিতল উত্তপ্ত, জীবগণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিল। পক্ষিগণ নীরব হইয়া প্রচ্ছায় বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে, চন্দ্রায়ুধ তরুমূলে বসিয়া পক্ষিদিগের মুখভ্রষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছেন; ভগবান্ বিরূপ হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই সময়ে দিগ্বলয় দগ্ধ করিয়া ব্যোমস্পর্শী মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর স্বরূপ দাবদহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ মহা কলরব করিয়া দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। হুতাশনের প্রচণ্ড উত্তাপে নীড়মুক্তঅসমর্থ পক্ষিশাবক দেখিতে দেখিতে দগ্ধ হইয়া গেল, অন্যান্য বন্যজন্তুগণ ভয়ে আকুল হইল, বিহঙ্গম-

দিগের কলরবে অরণ্যানী অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অনিলের অনুকূলতায়, রৌদ্রের সহকারিতায় হুতাশন ভীষণ কালান্তকের ন্যায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। দাবাগ্নিবাষ্পরাশি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দাবদাহ নিহত নানাবিধ জীবগণের আমগন্ধে বন দুর্গন্ধপূর্ণ হইল।

প্রথমতঃ হুতাশনদর্শনে চন্দ্রায়ুধের মনে ত্রাসের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু শোকসন্তপ্ত জীবনের প্রতি কাহারও মমতা বা স্পৃহা থাকে না; চন্দ্রায়ুধের আজন্মকাল ক্লেশ ও যন্ত্রণায় হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল এক্ষণে জীবনের প্রতি এককালে ঔদাস্য উপস্থিত ও তিতিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইল। অতি শোকাবেগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, রে দুশ্চেষ্ট জীবন! আমাকে আর অনুতাপিত করিতে পারিবি না, শীঘ্র আমাকে পরিত্যাগ কর, নতুবা এই প্রচণ্ড হুতাশনে তোরে দগ্ধ করি। এই বলিয়া অনলের সন্নিহিত হইতেছেন এমন সময় এক জন তাপস ত্বরিতোদিত বচনে নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তিষ্ঠ, আর শঙ্কা নাই। চন্দ্রায়ুধ মহর্ষির অমৃতরসাভিষিক্ত স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন জীবাত্মা তাপসকে আপনার দুরবস্থার পরিচয় দিবার নিমিত্ত

চন্দ্রায়ুধের দেহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। অনন্তর মহর্ষি চন্দ্রায়ুধকে আশ্রমে লইয়া গমন করিলেন।

এইরূপে তাপসকুমার চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিলেন, ললন্তিকে! সেই তাপসের নাম পাঞ্চজন্য, চন্দ্রায়ুধ তাহার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। ক্রমে রজনী ঘোর হইতে লাগিল দেখিয়া সকলে আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

একদা চন্দ্রায়ুধ আপন সহচর বসন্তকের সমভিব্যাহারে চৈত্ররথবনে গমন করিতেছিলেন, বনের মধ্যে এক মনোহর বিচিত্র লতান্তরালে উপস্থিত হইয়া বয়স্যকে কহিলেন, দেখ এই প্রচ্ছায় কল্পপাদপের তল কি সুশীতল ও রমণীয়! সহকারমুকুলসৌগন্ধে এই স্থান আমোদিত করিয়াছে। পথশ্রান্তে কলেবর ভারাক্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে; এই তরুমূলেই অবস্থিতি করিয়া আতপতাপজনিত শ্রান্তি দূর করি। বসন্তক কহিলেন, সখে! চৈত্ররথ অরণ্য এস্থান হইতে বহুদূর হইবে, অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবে না। এই বলিয়া উভয়ে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে সহসা চন্দ্রায়ুধের কলেবর রোমাঞ্চ ও তৎসঙ্গে নবাঙ্কুরিত পূর্ব্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে

লক্ষিত হইতে লাগিল। বসন্তক, চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে অবগত হইয়া কহিলেন, সখে অদ্য তোমার এরূপ হইল কেন বল? চন্দ্রালোকে সরোবর শুষ্ক হইবে, বায়ুর আঘাতে সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই আশ্চর্য্য বসন্তবল্লরীগণ কুসুমিত ও কলপপাদপের মুকুল উদ্গত হইয়াছে, সহকারপরিমলসৌগন্ধে কোকিলের কলরবে ও চারিদিক পুলকিত করিয়াছে। এই সকল দর্শনে কাহার শরীর রোমাঞ্চ না হয়? কি আশ্চর্য্য! সংসিদ্ধিবিরুদ্ধ না হইলেও এই মহীরুহোদ্গত মুকুলমঞ্জরী, ঐ সকল পল্লবলপল্লবন কি নিমিত্ত তোমার দর্শনআনন্দকর হইতেছে না? চন্দ্রায়ুধ কহিলেন বয়স্য! যথার্থই এই রূপ ঘটিয়াছে মুনিজনোচিত এই পলাশদণ্ড, মৃগাজীন, জটা, বল্কল দুঃখের ভার ও যন্ত্রণার হেতু বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বসন্তক কহিলেন সখে! আমরা অরণ্যচারী তপস্বী, তপস্যাই আমাদিগের সম্পদ ও শ্রেয়ঃ এবং অপবর্গলাভের উপায়, এই অরণ্য সমবায় আমাদিগের প্রিয়আশ্রয়। এই সকল মহীরুহতলে ফল ও মৃণাল ভক্ষণে, ঐ ভার্গবআশ্রমস্থলীয় নিপানে জলপান করিয়া মধ্যাহ্নকাল সুখে অতিবাহিত হয়। এই সকল

রক্তাশোক, পলাশ, কাঞ্চন তরুতলে, মুনিকন্যাগণ এবং, ঋষ্য, শরভদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, দেখিলে চিত্ত পুলকিত হয়। ঈদৃশ শান্তরসপূর্ণ তপোবনে কে তোমার চিত্তকে ব্যাকুল করিল?

এই রূপে উভয়ে সংলাপ করিতেছে এমন সময়, আর্য্যে! সমীরণভ্রষ্ট শিংসপা কুসুমে পথ কুদুদময় অনুভব হইতেছে, বোধ হয় এই বনের মধ্য দিয়া কোন পরমপূজ্য তাপস গমন করিয়াছিলেন, বনপাদপগণ তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকিবে, এ সকল সেই সমস্ত নির্ম্মাল্য কুসুম! সাবধানে পদবিক্ষেপ কর, দেখ যেন পাদতলস্পর্শ না হয়। এবম্বিধ আলাপ শ্রুতিগোচর হইল। চন্দ্রায়ুধ, বনের অভ্যন্তরে কে আলাপ করিতেছে জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন।

ললন্তিকা আর্য্যা কৌমোদকীর সহ আলাপ করিতে করিতে বনাভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইলেন। বসন্তকালে চন্দ্রবল্লরী লতিকার কিশলয় নির্গম হইলে, বনের যে রূপ শোভা হয়, ললন্তিকা বনবিতানের অভ্যন্তর হইতে বিকসিতা হইলে, সেই স্থান তদ্রূপপ্রায় পরিশোভিত হইল। চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকাকে প্রথমতঃ রক্তাশোক তরু-

তকে দর্শনাবধি তাঁহার মনোমধ্যে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে দর্শনীয় বস্তু বিলোকনে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বসন্তককে কহিলেন, সখে! শশধরকে আর সুধার আধার বলিতে পারিনে না, যেহেতু তাহাতে বিরহবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে; বাগেদবীর বদনমণ্ডল অমৃতের আলয়, ইহাও অতি অযোগ্য; যেহেতুক তাহা হইতেও কখন কখন কালকূট উৎপন্ন হয়; জলনিধিগর্ভ অমূল্য মণির আকর, ইহা অপেক্ষা অলীক প্রলাপ আর কি আছে? যে হেতুক তত্তলস্পর্শ অদ্যাবধি কাহারও হয় নাই, সমাদর কোথায়? যাহার আদর নাই তাহাকে বহু মূল্য আরোপ করা অলীক মাত্র। বসন্তক ঈষৎ হাস্যে বলিলেন বয়স্য! একথা কহিতেছ কেন? চন্দ্রমুখ কহিলেন, দেখ দেখি, এই দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিত তাপস্যবল্কলবসনধারিণী তাপসীর বদনমণ্ডলে কুমুদ, কুবলয়, চন্দ্রমার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে কি না? ঈদৃশ শিরীষ কুসুমসুকুমার দেহে চন্দনবিলেপন ও বনমালা ভিন্ন কি ভস্মাক্ষমালা শোভনীয় হইতে পারে, এরূপ কামিনী কি তাপসকুলের যোগ্য? বসন্তক কহিলেন, সখে! কণ্টক বনেই চন্দন পাদপের উদ্ভব হয়, অঙ্গনাজনের মাধুর্য্য দিবাকর কিরণের ন্যায় বিনালঙ্কৃত দেহকেও অলঙ্কৃত করে।

চন্দ্রায়ুধ অনিমিষলোচনে ললন্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! এই অনঙ্গমোহিনী তপস্বিনীকে বারম্বার নেত্রগোচর করিয়া সৌহিত্যলাভ হইতেছে না, যতবার নিরীক্ষণ করি ততই মনোমধ্যে নব নব প্রীতি অনুভব হইতেছে, অথবা পীযুষ আস্বাদনে কি ক্ষুধা নিবারণ হয় না? যাহাহউক ইহাকে দর্শনপথের লক্ষ্য করাতে দুশ্চেষ্ট মন্মথ অলক্ষিতরূপে মনোমধ্যে প্রণয়অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিতেছে। সুমন্তক রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ দুরাচার পাপঅনঙ্গ, যদি ভোগবিলাস বিরক্ত, আত্মধর্ম্মনিরত, তপস্বীকুমারের প্রতি অপবর্গ-বিগর্হিত, অসাধুচেষ্টায় প্রবৃত্তি করিবার জন্য কুসুমশর নিক্ষেপ করে, নিশ্চয় বলিতেছি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিব।

অনন্তর, ললন্তিকা ক্রমে তাঁহাদিগের দর্শনপথের অদৃশ্য হইলেন। চন্দ্রায়ুধ অতি কষ্টে সেই দিক্ হইতে নয়নকে আকৃষ্ট করিয়া, অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে অনঙ্গবিকার উভয়েরই মনোমধ্যে গাঢ় সঞ্চার হইল।

একদা অপরাহ্নে ললন্তিকা মুনিকন্যাগণ সমভিব্যাহারে সরোবরে অবগাহন মানসে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া তীরোত্থিত হইলেন। অনুষঙ্গিণী মুনিকন্যাগণ অগ্রে চলিলেন। নলিনিকা অগ্রে বল্কল পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবিকাশিকুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রিয়সহচরী উটজা আসিয়া কহিল। সখি তোমাকে দেখিতে আসিতেছিলাম পথিমধ্যে একটী রহস্যসূচক ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছিল শ্রবণ কর।

আমি ভার্গবের নিকট বিদায় লইয়া, সে দিবস মধ্যাহ্নিক্রিয়া আসিতেছিলাম কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলাম, এক অক্ষধারী মুনিকুমার, আপন প্রিয় সহচর সমভিব্যাহারে সহিত আসিতেছেন, তাঁহার তুল্য রূপবান কোথাও দেখি নাই, যেন, প্রভাতকালের অরুণের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট ও যেন সাযুজ্য, মস্তকে জটাভার, বামস্কন্ধে দক্ষিণাহস্ত, ভুজমূলাবলম্বিত মৃগাজিন, দক্ষিণ করে পলাশদণ্ড, কর্ণে অক্ষমঞ্জরী, এক প্রচ্ছায়পলাশ তরুতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

মধুমাসসমাগমে বসন্তের যেরূপ প্রতাপ হয়, দক্ষিণানিলেরও সেইরূপ প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে, চম্পক মালতীপরিমলমোদগন্ধে ও মলয়মারুতের সুখস্পর্শ হিল্লোলে সেই স্থান উন্মাদিত করিতে লাগিল। জন-

জের নিশিত শরপাতের লক্ষ্য হইলে লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকে না। সেই শান্ত প্রকৃতি মুনি কুমার, তরুতলে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, সখে! আমাকে আর কোথা লইয়া যাইবে বল? আমার শরীর নিয়ত ভার বোধ হইতেছে, আর এক পদও গমন করি, এমন সামর্থ্য নাই; দেখিতেছ না অনঙ্গউপতাপে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। এই মুনি-জনোচিত পলাশদণ্ড কমণ্ডলু দুঃখের ভার, যন্ত্রণার হেতু, বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই অনঙ্গমোহিনী তাপস-বালার প্রণয়পথবর্ত্তী হওনাবধি জীবনেও আর স্পৃহা নাই। তাঁহার সহচর, বয়স্যের এতাদৃশ তপস্যাবিরুদ্ধ ভাবোদয় দর্শনে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া সুনৃতভাষিত বচনে কহিলেন, সখে দিবসে দীপালোক অপ্রয়োজনীয় হইলেও আমি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে আমার বাক্যের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিও না। দুরিত কন্দর্পের দুরভিসন্ধি দেবতারাও অবগত নহেন তপঃস্বভাব, গাম্ভীর্য্য-শালী মুনিকুমারকে স্মরদশাভিভূত করিয়া লোকের নিকট অবজ্ঞাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সখে কি আশ্চর্য্য! বিশুদ্ধ শান্তচিত্তকে অনঙ্গবিলাসের অনুরক্ত করিয়া নির্ব্বাণ অনলকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছ? যত্ন

পূর্ব্বক অমৃতময়পাত্রে কটু কষায় ক্লেদপূর্ণ রস সিঞ্চন ও উন্নত তরুমূলোচ্ছেদ করা কি বুদ্ধিমান ও গাম্ভীর্য্য-শালী লোকের কর্ত্তব্য? যাহা হলাহল বলিয়া বিশ্বাস করিতে, অমৃত বলিয়া তাহাই পান করিতে সমুৎসুক হইয়াছ, প্রজ্বলিত অনলাম্বুধিতে অবগাহন করিলে কি শীতলানুভব ও শান্তিলাভ হয়? উদকাঞ্জলিদ্বারা কি লজ্জাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে মানস করিয়াছ? অক্ষমালাভ্রমে কালসর্প গলে ধারণ করিতেছ? মুনিজনোচিত ভস্ম বিলেপনভ্রমে মুখে কলঙ্কধারণ করিতেছ? কাহারে আরাধনাভ্রমে কাহার আরাধনা করিতেছ? দেবপ্রক্ষালনভ্রমে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছ? হোমবেদিকায় প্রদক্ষিণ না করিয়া অপথে পদার্পণ করিতেছ? কদাচিৎ আদিষ্ট না হইলেও এ কুশিক্ষায় কে তোমাকে শিক্ষিত করিল? দেব পাঞ্চজন্য এ কথা শ্রবণ করিলেই বা কি মনে করিবেন? সতীর্থ মুনিকুমারেরাই বা কি বলিবেন? অনঙ্গপরবশ লোকদিগের লোকাপবাদের ভয় নাই তাহা সত্য। এইরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রায়ুধের নেত্র হইতে অশ্রুবারি নির্গত হইতে লাগিল। বসন্তক সন্দেহ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, সখে কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করিতে আমি কোন মতেই উপদেশ প্রদান করিতে

পারিব না; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি এস্থান হইতে চলিলাম; এই কথা বলিয়া বসন্তক রোষভরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কৌতুক দেখিবার জন্য, এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দিনমণি অস্তাচলশায়ী হইতেছেন, দেখিয়া তথায় আর থাকিতে পারিলাম না।

ললন্তিকা সখীর নিকট চন্দ্রাযুধের এবংবৃত্তান্ত অবিকল শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তমানসে তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত ভ্রূযুগশরাসন, কমলনিন্দিত মুখের মৃদুমধুর হাস্য, শরীরের লাবণ্য, একবারে আদ্যোপান্ত আপনার মনোমন্দিরে আলোচনা করিলেন। কিন্তু পাছে বিষয়ান্তরের অপেক্ষায় কোনরূপ অত্যাহিত ঘটে, এই ভয়েই তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর আশার সঞ্চারে সে আশঙ্কা দূর হইল। মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, এক বার তাঁহার নিকট গমন করি, কিন্তু কুলকামিনীদিগের ততদূর সাহস কোথায়? পাছে লোকে নির্লজ্জা ও বিরহব্যাকুলা বলিয়া নিন্দা করেন, এই ভয়ে সে বিবেচনায় নিরস্ত হইলেন। অনন্তর উটকার সহ প্রিয়জনসম্বন্ধে নানাবিধ আলাপে, পূর্ব্বদিকে সুধাংশু উদিত হইলেন, চন্দ্রকিরণে পৃথিবী

আলোকময় হইল, ললন্তিকা উটজার সহ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় ললন্তিকার সহচরী পরিবাদিনী আসিতেছিলেন, অনতিদূরে ললন্তিকার স্বর শ্রবণ করিয়া সুস্বরে কহিলেন, হলা ললন্তিকে! তোমার কোন শুভসূচক সংবাদ লইয়া আসিয়াছি; দেখিবে ত ত্বরায় আগমন কর। ললন্তিকা পরিবাদিনীর বাক্য পরিহাস সূচক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, সখি! আমার শুভসূচক সংবাদ যেন তোমার শুভসূচক হয়।

পরিবাদিনী ললন্তিকাকে পত্র খানি পাঠ করিতে বলিলেন, সেই পত্রে লেখা ছিল "অয়ি! তুমি [illegible] ক্ষের মুখে শুনিয়া থাকিবে, [illegible] [illegible] আমার কুমার [illegible] অভিপ্রায় [illegible] তেছেন, [illegible] [illegible] তাঁহার মনোনয়ন করিয়াছেন [illegible] ও [illegible], [illegible] ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, আমি [illegible] নীকে তোমার নিকট পাঠাইতেছি, তুমি [illegible] সমভিব্যাহারে লইয়া অতি ত্বরায় ললন্তিকার আশ্রমে গমন কর, এ বিষয়ে ললন্তিকার অভিমত কিরূপ, বিশেষ রূপে অবগত হইয়া আমার নিকট আগমন করিবে।

সেই পত্র চৈত্ররথ বনদেবতা শতাম্বরীকে লিখিয়াছিলেন, শতাম্বরী তাঁহার অতি প্রিয়পাত্রী ও মহর্ষি লাসঙ্গকের দুহিতা, ললন্তিকা শতাম্বরীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; কোন কারণবশতঃ তাহা ললন্তিকাকে প্রদান করিতে বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। পরিব্রাজিনী উহা আশ্রম প্রদেশে-পীঠিকায় প্রাপ্ত হইয়া ললন্তিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ললন্তিকা পত্রিকা পাঠ করিয়া অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদরসে অমৃতময় সরোবরনীরে নীত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চন্দ্রায়ুধের পাণিগ্রহণে ললন্তিকার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ললন্তিকা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে ভগবান্ কৌশিক কাঞ্চনপ্রবাহে তপস্যায় প্রস্থান করিলে, ললন্তিকা অবগাহনার্থ নন্দা সরোবরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রায়ুধ কুসুমায়ুধের তেজিত কুসুমশরপাতে অধৈর্য্য হইয়া বাষ্পপ্রবাহিত নেত্রে ললন্তিকার আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে একটী আশ্রমপালিত মৃগশিশুকে দর্শন করিয়া কারুণ্যরসার্দ্র চন্দ্রায়ুধ, সুখস্পর্শ মৃগশিশুটীকে নির্ভর স্নেহভারে আশ্লেষ পূর্ব্বক স্পর্শ-

সুখানুভব করিতেছিলেন, ললন্তিকা সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন।

মৃগ স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, ললন্তিকাকে দর্শন করিয়া সহর্ষে এক নবনবাঙ্কুরিত মালতী উদ্যানে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ললন্তিকা ভ্রূকুটি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আঃ দুর্ব্বৃত্ত! স্বকরলালিত নবজাত উদ্যানতরু সকলই নষ্ট করিলি। ভীরুস্বভাব মৃগশিশু, ইহা শুনিবামাত্র ক্রীড়া হইতে নিরস্ত হইল। চন্দ্রায়ুধ ঈষৎ হাস্য করিলেন, অয়ি তরলহৃদয়ে! এক দ্রব্যাভিলাষী মাত্রেই ঈর্ষ্যা সম্পন্ন হয়, সেই অমূলকবুদ্ধিতেই তদীয় মৃগ তব স্নেহলালিত আশ্রম-তরু বিনষ্ট করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। তুমি সূর্য্যের কর গ্রহণে পুষ্ট হয়, সরোজিনীও রবিকিরণে প্রফুল্লিতা হয়। এক দ্রব্যাভিলাষীমাত্রেই এরূপ রোষধর্ম্মাক্রান্ত নহি-নীকে বারিশূন্য পাইলেই তুমি তাহাকে হতসৌন্দর্য্য করে। অধিক অনুরাগের স্থল হইতেই অধিক বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা; এই আশঙ্কায় নলিনী দিননাথের অনল সমান প্রচণ্ড আতপতাপে সন্তাপিত হইয়াও কখন অনুতাপ ব্যক্ত করে না। অতি কষ্টকর হইলেও কুমুদিনীর অনুরোধক্রমে তারাপতি চন্দ্র, সমস্ত রাত্র নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বর্ষার দুর্ব্বিসহতায় বিরক্ত হইয়াও ময়ূরী কি

মেঘ দেখিয়া অনুল্লাস প্রকাশ করে? চন্দ্রায়ুধের বচন-কৌশল ললন্তিকার পক্ষে বর্ষাকালে মেঘোদয় ও বসন্ত-কালে মলয়সমীরণসঞ্চালন প্রায় তুল্য উদ্দীপন করিয়া দিল। কিন্তু স্ত্রীগণের সংলাপবিরুদ্ধ অসম্বন্ধ জনের সহ সহসা বাক্যালাপ করিতে তাঁহার হৃদয় শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল।

মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইলে আজন্ম অপরিচিত ব্যক্তিও চিরপরিচিতের ন্যায় পরম প্রণয়াস্পদ হইয়া উঠে। তখন আর অন্য পর বিবেচনা থাকে না, সুতরাং তদুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখী হইতে না পারিয়া কহিলেন, বিকাশিন্। কুমুদবতীর প্রতি চন্দ্রের ঐরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কে বলে? চন্দ্র অতি নির্লজ্জ। ইহা কহিয়া লজ্জাভরে লজ্জাবতী নম্রমুখী হইলেন, অঙ্কুরিত প্রণয়ানুরাগ উভয়েরই অন্তরে অলক্ষিত রূপে উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থানকালে কহিতে লাগিলেন, মহর্ষির অজ্ঞাতে ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কি সুকর্ম্ম করিয়াছি, সকল দুষ্কৃতাদৃষ্ট সর্ব্বাপদসঙ্কুল তাপসের কোপে না পড়িতে হয়। বুঝিলাম তপোবিনেও কন্দর্পের অধিকার আছে।

ক্রমে বেলা প্রায় অবসান হইল। কমলিনীপ্রিয়

বান্ধব নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলশায়ী হইলেন, রৌদ্রের আর সেরূপ প্রভাব রহিল না। বনস্থলীয় তরুশিখর শোভাময়, পর্ব্বতশৃঙ্গ কাঞ্চনরশ্মিময়, পশ্চিমদিগ্ভাগ লোহিতময় হইল। তাপসগণ দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালনার্থ আশ্রমসন্নিহিত তারাতীর্থে অবতীর্ণ হইলেন। আশ্রমপাদপগারে সন্ধ্যারাগপ্রকটিত হইলে, বোধ হইল; মুনিজনেরা অবগাহনান্তে তরুশাখায় যে লোহিত আর্দ্র বল্কল প্রলম্বিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার লোহিত রাগেই সূর্য্যমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল সর, কুমুদিনী তাপসীগণের আরক্ত অধরমণ্ডল সহ লোহিতময় হইল ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত। অস্তাচলে কমলনাথ, তরুশাখায় পক্ষিদিগের নয়নপল্লব, সরোবরে নলিনী মুদিত হইল। এই সময়ে আশ্রমপ্রদেশ হইতে তপোবনধেনুর এক প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব, অনালোচিতপূর্ব্ব মনোহর সন্ধ্যারব আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে বোধ হইল যেন বনধেনুর পাদোত্থিত রজোরাশি গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল বিহঙ্গগণ তমোরূপ নিষাদ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া বৃক্ষকোটরে, পল্লবের অন্তরালে পিহিতভাবে নিঃস্তব্ধ হইল। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে হোমজ তাশন বিকীর্যমাণ হইল।

তাপসগণ কৃতপ্রাণায়াম হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নাসারন্ধ্র হইতে নিঃসৃত হইয়াই যেন সন্ধ্যাসমীরণ আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

ললন্তিকা যে কুসুমমালিকা ও মৃণাল লইয়া প্রণয়-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত, আশ্রমপ্রাদেশপীঠিকায় নিপতিত ছিল; মহর্ষি সায়ংকালে আশ্রমে প্রবেশ করিবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন, "চন্দ্রমৌলির" শিরোদেশ হইতে চন্দ্রকলা অপহৃত হইয়াছে। অনন্তর রোষভরে রে দুষ্কৃতাশয় চন্দ্রায়ুধ আমার অনুপস্থিতকাল কি তোর অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হইল, এই বলিয়া ললন্তিকা ও চন্দ্রায়ুধকে অভিসম্পাত করিলেন। ললন্তিকা সাশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষির মনোমধ্যে স্নেহের আবির্ভাব হওয়াতে ললন্তিকা যে "মার্ত্তণ্ডের" প্রণয় কোপে দগ্ধ হইতেছিলেন আবার তাহা হইতেই শান্তিসলিল নিঃসৃত হইল। সমীরণে কমলগন্ধ যেরূপ অপহৃত হয়, সেইরূপ ললন্তিকার জীবন অদৃশ্য হইল।

শুক ললন্তিকার বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন, মন্দর পর্ব্বতে অশ্মন্ত নামে গন্ধর্বদিগের অধিপতি ছিলেন। আমি তাঁহার অপত্য, আমার

নাম চণ্ডকৌপীন। সায়ংকালে যেরূপ ভূমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ যৌবনকাল উদিত হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে মনোবিলাসের সঞ্চার হইতে লাগিল।

একদা বসন্তসায়ংকালে চন্দনাদ্রি গিরিকূটে বসিয়া আছি; এই কালে আকাশগামিনী পারিজাতমালা দ্বারা শোভিতা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী শ্রীর অনুহারিণী এক অপ্সরাকে দেখিলাম। যৌবনকালের উদ্ধত স্বভাব জন্য অন্তঃকরণে মনোবিলাসের আবির্ভাব হইল। তৎকালে এই সুন্দরী কে? কোথায় গমন করিতেছে? দেখিতে হইল। ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে চলিলাম। বহুদূর গমন করিয়া, আকাশে বহুযোজন বিস্তৃত এক অতি মনোহর ভবন দৃষ্ট হইল। অপ্সরা সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে আমি এরূপ চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলাম, কন্যাটীকে সভায় দেখিবামাত্র অবাধে তাহার নিকট স্বীয় মনোবিলাস ব্যক্ত করিলাম। আমার সেই উক্তি শ্রবণমাত্রে দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা ও উহার হেতুভূত "তির্য্যগ্‌জাতিতে পতন হও" এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইল, পরে তাহাই ঘটিয়া উঠিল।

আমি পক্ষিবেশে বহু দিন ললন্তিকার আশ্রমে ছিলাম একদা মহর্ষি আমার আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমাকে

শুনাইয়াছিলেন; তাহাতে আমার জন্মান্তরীণ সকল বিষয় স্পষ্টরূপ মনে পড়ে, সুতরাং পরিজনদিগের নিমিত্ত বিষম কষ্ট বোধ হইত, ইতি মধ্যে ললান্তিকার মৃত্যু আরও দুঃখ-দায়ক হইয়া উঠিল। পরিশেষে অন্তঃকরণে বৈরাগ্যোদয় হইল। অনন্তর মহারাজ! ললান্তিকার আশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়া গণ্ডকীতীর্থে মহর্ষি শ্বেতকেশরের আশ্রমে আসিয়া রহিলাম। পুষ্কর নামে তাঁহার তনয় ছিলেন, তাঁহার সহ অতিশয় সৌহার্দ্দভাব জন্মিল।

একদা রোহিণীপতি চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, কুমুদবন মুদিত ও সূর্য্যোদয়ের ন্যায় কমলবন প্রস্ফুটিত হইল। পারিজাত কুসুম বিকসিত হইলে নন্দন বনের যে প্রকার শোভা হয়, নবোদিত অংশুমালীর অরুণকিরণে পূর্ব্বদিক সেই প্রকার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কল কল রবে, সরোবর উদ্দেশে ধাবিত হইল। বিবিধ বিকসিত কুসুমসৌগন্ধে তপোবন আমোদিত করিল। মালতীগন্ধ সুরভিত-শীকর সুশীতল প্রাভাতিকসমীরণ অনতিদূরবর্ত্তিনী বিরজানদীকূলে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধুলিহ মধুকরগণ প্রফুল্ল কমলে গুন্ গুন্ স্বরে মধু পান করিতে লাগিল। কমলদলশয়নে অলিরূপ তারামণ্ডল বিকসিত

হইলে, সরসীর অপূর্ব্ব শোভা হইল। বোধ হইল যেন দিবসবান্ধবকে অবলোকন করিবার জন্য জলকামিনীগণ ঊর্দ্ধে নয়নপাত করিতেছে। কমলিনীর অনুরাগান্ধ হইয়া, আরক্ত পরাগে অঙ্গলিপ্ত লম্পট ষট্‌পদ, কুমুদ হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছে, বোধ হইল যেন, কন্দরীকে নীলকান্ত মণি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দিনকর দীধিতি পর্ব্বতশৃঙ্গে, তমালতরুশিখরে, প্রকাশ পাইল। বিদিত হইল ভগবান্ ভাস্কর উদয়াচলে আরোহণ করিলেন, চক্রবাকমিথুন, নিশাবসানে প্রিয়বান্ধবের সমুখাবলোকন করিয়া আহ্লাদ গদগদচিত্তে ভক্তিভাবপূর্ব্বক উচ্চৈর্ব্বাক হইল। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে ভূতলে অবতরণ করিল।

প্রভাতে মহর্ষি দেবতীর্থ রবণো মুনিকুমারদিগকে ক্রিয়া-যোগসারের ফল শ্রবণ করাইয়া, পলাশাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, নিকটে শ্রোত্রীয় শিষ্যগণ ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, এই কালে বিশঙ্কুশ নামে মুনিকুমার আশ্রমে উপনীত হইলেন, তাঁহার শোকাশ্রুসলিলবিগলিতবিলাপ-ধারা ও আরক্তলোচন অবলোকন করিয়া, তাপসগণ নানাবিধ দুর্দ্দৈব আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বিশঙ্কুশ ক্রমে মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া ভূতলাবনত প্রণত হইয়া

অশ্রুপাতপূর্ব্বক কহিলেন ব্রহ্মন্! এই ভূতকল্পিত ভূমণ্ডল মধ্যে স্বপ্নায়িতের ন্যায় শত শত অদ্ভুতকল্প, অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হয়, যাহা মানবনিকরের বুদ্ধি ও চিন্তার অগোচর। অদ্য আমি হিমালয় পর্ব্বতে শ্বেতবীথিকায় মহর্ষি ভারবীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া সরস্বতী তীর্থের নিকট দিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, দেখিলাম, চন্দ্রাক মূর্ত্তি, দিব্যাকৃতি, কতিপয় পরম সুরূপা সনস্তু মা কামিনী, ডমরু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, মর্দ্দল, গোমুখ, হুড়ক্ক, মশঃপটহ প্রভৃতি বাদ্যসহকারে আনন্দসূচক সঙ্গীত করিতে করিতে নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গসৌকুমার্য্য দর্শনে বোধ হইল, চন্দ্রমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিগলিত হইতেছে, সেই অমৃতনিস্যন্দ সঙ্গীত শ্রবণে পুলকিত হইয়া কহিলাম কি অলৌকিক সঙ্গীতরাগশিক্ষা! কিবা কোকিলকণ্ঠ অনুপম স্বরযোজনা! যাঁহারা সঙ্গীত করিতেছেন, বোধ হয় নভোনিবাসসিদ্ধ, অথবা গন্ধর্ব্বলোক হইবেন, সামান্য জনে কি মুনিজনের মন মুগ্ধ করিতে পারে? অনলের শিখা কি অধোগামি হইয়া থাকে।

একান্তমনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি। ইহার অব্যবহিত কালমধ্যে, দেখিলাম, অপ্সরলোকের সন্নিহিত কৈরাতা-

চলের পুরোভাগস্থিত অরণ্যমধ্য হইতে দিব্যলোক-সম্ভবা, কি দেবদুহিতা, কি গুহ্যককুলগৌরবা, অথবা হেমকূটসমুৎপন্না অপ্সরাই না হইবেন; এক সকললোক-ললামভূতা চতুর্দ্দশবর্ষকল্পা বালা, অনেক চন্দ্রবদন পুরুষের সমভিব্যাহারে গগনমণ্ডলে প্রস্থানপরায়ণা হইলেন। সঙ্গীতকারিণীগণ তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। যৎকালে তিনি ঊর্দ্ধে গমন করিতেছিলেন, ফিরগৌ-রাঙ্গিনী দেখিলাম, এই অভিমানে কন্দর্পে আবণ্যক-গীরাও তৎকালে তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

আমি আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া হতজ্ঞানপ্রায় হইলাম। এবং এই সুন্দরী অথবা সুরলোকচমৎকারিণী কে? কোন্ লোকেই না প্রবেশ করিলেন? সমভিব্যাহারী এই সুরপুরুষই না কে? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আর এক হৃদয়বিদীর্ণকর বিস্ময়াবহব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হইল; সেই কন্যা ও পুষ্পাধরপ্রায় সুমহান যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন সেই দিক হইতে ত্বরিতোচ্চারিত স্বরে কি অলৌকিক কাণ্ড! কি অদ্ভুত ব্যাপার! হা দগ্ধোস্মি! হা সুহৃদ্‌জন-বঞ্চিতোস্মি! রে দুর্ব্বাসনে কলুষিতে! আঃ পাপচাণ্ডালি!

ত্রৈলোক্য অলঙ্কার অপহরণ করিলি। হা মাতঃ বসুন্ধরে! যাহা স্বপ্নকল্পিতও বলিয়া জানিতাম, বয়স্যের সেই বিরহ-যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিব? হায়! হালাহল পানের এই উপযুক্ত সময়, এসময় বিষপান অমৃতপান অনুমান হয়। এই রূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে করিতে প্রিয়বয়স্য কুশপাদ আসিতেছেন; তাঁহার আকস্মিক বাষ্পপাতের কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। প্রথমতঃ সুরলোকগতা কন্যার অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে, আবার বয়স্যের চিরহর্ষাতিশয়হৃদয়ে হঠাৎ অবসাদ জন্মিবার হেতু কি? সামান্য শোকেতে ত সেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদিগের চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না, সমীরণ প্রবাহে কি চন্দ্রপ্রভা তিরোহিত হয়? ফলতঃ শোকের হেতুভূত কোন অসম্ভাবিত কারণ না থাকিলেই বা বয়স্য রোদন করিবেন কেন, যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। এই স্থির করিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলাম। মনের কি অবাধ্যতা! জীবনের কি চপলতা! দেহের কি লঘুস্থায়িতা! বন্ধুর সন্নিহিত না হইতেই দেখিলাম, তাঁহার হৃদয় অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইল ও কলেবর গন্ধহীন কুসুমপাতের ন্যায় শূন্যহৃদয় ভূতলে

পতিত হইল। এই ঘটনা দর্শন করিয়া আয়তশ্বাসে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বন্ধুর মৃতদেহ দৃষ্টি করিলাম। পূর্ব্বে যে স্থান অমৃতভবন বলিয়া অনুভব হইয়াছিল, এক্ষণে উহা শোকের প্রস্রবণ ও দুর্ঘটনার প্রসবস্থল বলিয়া বোধ হইল। ধারাবাহি অশ্রুধারায় হৃদয়কে আপ্লাবিত করিল, সমীরণ প্রবাহ অনলের শিখার ন্যায় গাত্র দাহ করিতে লাগিল, পক্ষিদিগের কলরব বিষবোধ হইতে লাগিল। অলিরাজিবিরাজিত অতি বিকচ কুসুমাবলী, চতুর্দ্দিকে অসন্তোষময়ী ঘৃণার নেত্রপুট দেখিতে লাগিলাম।

অধিক বর্ষণেই ধরা সুশীতলা হয়, অতঃপর যেমন সেইরূপ আমার বহু অশ্রুপাতেই হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল: কিন্তু হৃদয়বহ্নি নির্ব্বাণ হইল না। বয়স্যের মৃত দেহ দাহ করণার্থ সরস্বতীতীরে গমন করিলাম। চিতা রচনা করিয়া বয়স্যের প্রেতদেহ তদুপরি সংস্থাপিত করিয়া, অনলসংস্কারে সমুদ্যত হইবামাত্র, গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইল। ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, নভোভাগের কিয়দংশ বিদীর্ণ হইয়াছে। মেঘবিতান হইতে প্রথমতঃ বজ্রাগ্নির ন্যায় লোহিত পদতল, তৎপর তড়িদ্রেখার ন্যায় চরণপ্রভা,

ক্রমে দিব্যাকৃতি, চন্দ্ররশ্মিরাশিময়, সর্ব্বসংহারিরূপী চরাচরগুরু মহাকালাভিধান হরমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। তাঁহার দেহপ্রভায় আকাশমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, দিবাকর সমুজ্জ্বল হইলেন। মস্তকে লম্বলোলজটাভার, ললাট ও কপোলতলে চন্দ্রার্কপ্রভাপ্রায় ভস্ম বিলেপন, গলে পুষ্করশ্রেণীপ্রায় সুচারু পুষ্করমালা, লোকালোকাচল শ্রেণীপ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিমেখলা, স্কন্ধে প্রলম্বিত অলাবু জল করক ও ভিক্ষাকপাল, হস্তে কোদণ্ড, মহাপ্রলয়কালীন ভীষণ ভাস্করকীরণপ্রায় নেত্রানলশিখা দীপ্তি পাইতেছে। তান লয় বিশুদ্ধ নর্ত্তীতপরায়ণ লোকলোচন ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া, শরীর পুলকিত ও হর্ষাভিভূত হইল। অনন্তর স্নেহময় গম্ভীরস্বরে শূন্য হইতে কহিলেন, বৎস! কুশপাদের দেহ অনলে দগ্ধ হইবার নহে. ইনি আপাততঃ চন্দ্রলোকে রহিলেন, গন্ধর্ব্বলোকেরা এই প্রেতদেহ সংরক্ষা করিবেন, বৎস কুশপাদ পুনর্জীবিত হইবেন। ইহা কহিয়া, বিদ্যুতের ন্যায় নিমিষমধ্যে মেঘবিতানে নিমীলিত হইলেন. এই মাত্র তথা হইতে আসিতেছি।

দেব কুশপাদের তাতঃ এই কথা শ্রবণমাত্র, আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বৎস ! সোদর হইতেও যাহাদিগকে অতি স্নেহাস্পদ জ্ঞান করিতে, এত কাল যাহাদের সহ সুখে বাস করিয়াছিলে, যাহাদিগের মঙ্গলে তোমাদিগের হর্ষের আর সীমা থাকিত না, তোমাদিগের সেই সুহৃদ্ ও প্রিয়বয়স্য পুষ্কর এবং কুশপাদ অদ্যাবধি সুরলোকবাসী হইলেন ; তোমরা সুহৃদ্‌শূন্য হইলে, আশ্রমতরু নিরাশ্রয় হইল ও তপোবন এক্ষণে অরণ্যসাধারণ হইল ! হা বৎস আশ্রমমৃগশিশুগণ ! মুনিকুমারদিগের প্রভাতে তীর্থগমন কালে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া যাহাদের গমনপথ অবরোধ করিতে, যাহাদিগকে ক্ষণকাল না দেখিলে অতিশয় কাতর হইতে, সেই পুষ্কর ও কুশপাদ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; আর কেন এখানে অবস্থিতি করিতেছ ; কোন দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ কর ; এত দিনের পর তোমরা অনাথ হইয়াছ, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ! এইরূপ বিবিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তাপসকুমারদিগের রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, পাদপগণ কুসুমপাতচ্ছলে অশ্রুপাত করিল, তপোবনধেনুগণ বনের অন্তরাল হইতে ঘন ঘন আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আর্তস্বরে রব করিতে লাগিল ; তপোবন

মধ্যে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অন্যান্য কেলিকলহপর পশুকুল ক্রীড়াযুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করত নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

মহর্ষি শ্বেতকেশর ঋষিকুমারদিগকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, বৎস! শোকসংবরণ কর; সকলে কালের বশ, কাল কাহার বশ্য নহে। পূর্ব্বে মাধ্রাজ অষ্টাদশবিধ যজ্ঞ করিয়াও পুত্রের আয়ু প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিলাপ করিলে কি হইবে বল? ঐ দেখ তোমাদিগের শোকে নাকশান্তিরহিত পশু পক্ষিরাও আকুল হইয়াছে। শুক ঊর্দ্ধ মুখে নীরব হইয়া বসিয়া আছে, আহারের চেষ্টা করিতেছে না। শাবকগুলিকে স্তন্যপানে বিরত করিয়া, হরিণী চন্দনবিটপচ্ছায়ায় ম্রিয়মাণ দণ্ডায়মান আছে, হোমধেনুর মুখাগ্রভাগ হইতে শ্যামাক ভূতলে ভ্রষ্ট হইতেছে। শোকাত্মবিস্মৃতা বিলাপব্যাকুলা করিণী, সলিলমধ্যে শুণ্ড বিস্তার করিয়া পল্বলকূলে দণ্ডায়মানা আছে মাত্র, কোনক্রমে জল পান করিতেছে না। বেলা অধিক হইল, এক্ষণে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হও। ইহা বলিয়া মহর্ষি গাত্রোত্থান করিলেন, তাপসেরাও স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন দেখিয়া, মহর্ষি শ্বেতকেশর স্নেহার্দ্রীকৃতহৃদয়ে একবার সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের প্রীতিসৌকর্য্যার্থে একটী বিস্ময়রসাশ্রিত কথা আরম্ভ করিতেছি শ্রবণ কর। মুনিকুমারগণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে মহর্ষির বাক্যে চিত্তার্পণ করিলেন, মহর্ষি গল্পারম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার চতুর্দ্দশ ভুবন, তন্মধ্যে কিম্পুরুষবর্ষে অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব লোকেরা বাস করেন; তথায় চন্দ্রকেতু নামে মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বাধিপতি ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ, গাম্ভীর্য্যে সাগর তুল্য, সহিষ্ণুতায় মেদিনী সম ও প্রতাপে ভাস্করের ন্যায় অসাধারণ্য কান্তি করিয়া, রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একাধিপত্য করিতেন। যেমন মেঘের অনুকম্পা পদ্মা সরোবরে, সূর্য্যের অনুগ্রহ কমলবনে, রাজা প্রজাগণের প্রতি সেইরূপ দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। প্রজারাও শাখাবলম্বিত ফলস্বরূপ রাজাকে আশ্রয় করিয়া, পরম সুখে লোকযাত্রা অতিবাহিত করিত। রাজগুণে রাজলক্ষ্মী চপলতা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারই চিরবশীভূতা ছিলেন। ইন্দুমতী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন; পতিপরায়ণা ইন্দুমতী স্বামীর প্রতিবিম্বের

ন্যায় বিষাদে বিষণ্ণা, চিন্তায় ব্যাকুলিতা ও হর্ষে পুলকিতা হইতেন; কেবল ক্রোধের সময় ভীতা হইতেন, এইমাত্র বিশেষ ছিল।

একদা রাজমহিষী, অতি শুভলগ্নে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত চন্দ্রমামূর্ত্তি এক কুমার প্রসব করিলেন। রাজকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, প্রজাগণ গন্ধর্ব্বলোকে মহামহোৎসব আরম্ভ করিল। আর্য্যগণ চন্দনকুসুমকরক হস্তে লইয়া, শুভপ্রদায়িনী কাত্যায়নীর মন্দিরে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য সকল উপহার প্রদান করিতে চলিলেন; পুরবাসিনী বিলাসিনীগণ বেণু, বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্র বাদ্য, নিষাদ, গান্ধার, ধৈবত প্রভৃতি সপ্ত স্বরে হর্ষসূচক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক সূতিকাগৃহে পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে, আশীর্ব্বাদ করিলেন; তপোলোকে শান্তিস্বস্তিকর বিবিধ বেদধ্বনি হইতে লাগিল। মুনিবিপ্রগণমণ্ডল ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সভামণ্ডপের ন্যায়, সূতিকামণ্ডপ সমুজ্জ্বল হইল। দ্বারদেশে নন্দনমালিকা ও সপল্লব পূর্ণকুম্ভ শোভা পাইতে লাগিল। লোকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। গন্ধর্ব্বরাজ নিরপত্যতাহেতু অশেষক্লেশে, কারাবস্থানির্ব্বিশেষে, জীবন ধারণ করিতেছিলেন, এক্ষণে নবকুমারের মুখশশী

ধর নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন সার্থক করিলেন। গন্ধর্ব্ব-রাজ, পুত্রের নাম পুষ্পহংস রাখিলেন।

অনঙ্গবতী উপাখ্যান সমাপ্ত।

চন্দ্ররেখা।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, তাঁহার পিতার আচার্য্যের নিকট সর্ব্বলোকোপকারী, নানাশাস্ত্রাদির বিদ্যারত্ন উপার্জ্জন করিলেন; ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া কেলিকলাপপ্রসঙ্গে যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা, সায়াহ্নিক আহার ভোজন সমাপন করিয়া শয়নমন্দিরে পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, চামরধারিণী ও তাম্বুলবাহিনীগণ শুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময়ে রাজমহিষী শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রাজা সাদর প্রকাশ পূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া, মহিষীকে উৎসঙ্গদেশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন প্রিয়ে! পুষ্পহংস কোথায়? রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! পুষ্পহংস ক্রীড়ামন্দির-

প্রাসাদে কন্দুককেলিগৃহে দশবলাজের সহ অবস্থিতি করিতেছে, শ্রবণ করিয়া তমালিকাকে তথায় প্রেরণ করিলাম, তমালিকাও আগতপ্রায়। বলিতে বলিতে একজন অন্তঃপুরপরিচারিকা আসিয়া কহিল, দেবি! রাজকুমার ক্রীড়ানম্বর প্রাসাদ হইতে প্রমোদবনে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তমালিকা আমাকে তত্তদূর যাইতে নিষেধ করিয়া, বর্ব্বরের সহিত তথায় গমন করিল; ইতিমধ্যে বর্ব্বরের সহিত তমালিকাও আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, তমালিকে! তুমি পুষ্পভবনের নিকটে গমন করিয়াছিলে? যাহা ভাবিতেছেন বলিয়াছিলে? সে কুমার কোথায়? তুমি কি বলিয়াছিলে? তমালিকা কিয়ৎকাল নিরুত্তর থাকিয়া কহিল, দেবি! ব্যস্ত হইবেন না, শ্রবণ করুন: আমি প্রথমে কন্দুকক্রীড়ামন্দিরে গমন করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইলাম না, দ্বাররক্ষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাজপুত্র কোথায়? তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে কোন উত্তর না করিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, হাস্য করিয়া উঠিল। তথা হইতে গমন করিয়া সমীপাগত বর্ব্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বর্ব্বর! তুমি জান কুমার কোথায় আছেন?

ইনি কহিলেন, শুনিলাম কুমার প্রমোদ বনে প্রবেশ করিয়াছেন। অনন্তর বর্ব্বরকে তথায় পাঠাইলাম; আর আর বৃত্তান্ত এই বর্ব্বরের নিকট শ্রবণ করুন।

বর্ব্বর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, ভট্টারক! শ্রবণ করুন! আমি কনকলিকার নিকট বিদায় হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, যাইতে যাইতে বর্দ্ধপালের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল, তাহার করে একটী শুক পক্ষি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভ্রাতঃ! এ কি? এ পক্ষিটী কোথায় লইয়া যাইবে? যদি বিশেষ ক্ষতিবোধ না হয়, এটী আমাকে দিয়া যাও; আমার কন্যা কুবলয়া ইহাকে পাইলে যথেষ্ট আহ্লাদিতা হইবে। বর্দ্ধপাল কহিল, "ভ্রাতঃ! কি রূপে হইবে? ইহার কথা শুন নাই, তাই এরূপ বলিতেছ; শুনিলে আর বলিবে না। আমি মেঘপুষ্করিণীতে যাইতেছিলাম, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম এক নিষাদ জালদ্বারা একটী শুকপক্ষী ধৃত করিয়াছে। শুক নিষাদকে কহিতেছে, ওহে বীরপুরুষ নিষাদসিংহ! আমার ক্ষুদ্র প্রাণবিনাশে তোমার কি প্রতিপত্তি লাভ হইবে বল? সেই কিরাত মহানরকসাম্রাজ্যের অধিপতির ন্যায়, অকালকৃতান্তের ন্যায়, মূর্ত্তিমান ঘোরতর মোহান্ধ-

কারের ন্যায় ভীষণ ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, তুই তির্য্যগ্ জাতি; তোর প্রতি দয়া কি আবার? শুক বিস্তর স্তুতিবাদ করিল, নির্দ্দয় নিষাদের হৃদয়ে কিছুতেই করুণোদয় হইল না। পরিশেষে শুককে উপাশব্যাসে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল, শুক নিরুত্তর হইয়া রহিল।

নিষাদের সেই পাষণ্ডতর ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; রোষপ্রকাশ করিয়া কহিলাম, রে সাধুপ্রকৃতিপীড়ক পাপাত্মন্ নরাধম! সত্বর ঐ নিরপরাধী অল্পপ্রাণ পক্ষির প্রাণবধে নিরস্ত হ, নতুবা এই দণ্ডেই যমদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। নিষাদ শঙ্কিত হইয়া পক্ষিকে আমার করে সমর্পণ করিল। শুক কহিল, ভদ্র! একবার অবসর প্রদান করুন; গন্ধর্ব্বকুমার পুষ্পহাসকে অপ্সরদুহিতার সংবাদ জানাইয়া, ত্বরায় প্রত্যাগমন করি। আমি শুকের নিকট অপ্সর দুহিতার কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুক কহিল, শ্রবণ করুন।

কিম্পুরুষবর্ষের মধ্যপথে লীলাবতী নামে অপ্সরঃদিগের এক অধিবাস আছে, তথায় অমৃতকুল সমুৎপন্ন

ইন্দ্রনীল নামে এক অসাধারণ শৌর্য্যসম্পন্ন প্রবল প্রতাপ [illegible] অধিপতি হয়েন। চন্দ্রের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অতি [illegible] তাঁহার [illegible] কন্যানিধান হলো, নাম চন্দ্রলেখা।

একদা [illegible] এক অভিযোগের [illegible] [illegible] করিয়া রহিলেন। [illegible] [illegible] শোভা পাইতে [illegible] আমাদিগের [illegible] রাজিনী [illegible], [illegible] ভঙ্গী জয় করিয়া সর্বাঙ্গে শোভা করিতেছেন। চন্দ্রলেখা একদৃষ্টিতে পার্শ্বপানে চাহিয়া রহিলেন। পারিজাতকুমার ক্রমে ক্রমে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, রমণী-গণের শরীর রোমাঞ্চ ও দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল। চন্দ্রলেখা পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! বিধাতার এ আবার কি সৃষ্টি! চন্দ্র কি মূর্ত্তি লয়ে [illegible] আসি-

য়াছিলেন? দেখ দেখ আকাশে মেঘ মাত্রই লক্ষ্য হইতেছে না, নভস্তল অতি নির্ম্মল ও পরিষ্কার; এ দিকে "চন্দ্রোদয় হইতেছেন।" এই দেখ আমার কলেবর ধারাসম্পাতে আর্দ্র হইয়াছে। সুকেশী হাস্য করিয়া কহিল, সখি! এ ত ধারাসম্পাত নয়, দেখিতেছ না গগনমণ্ডলে শশধর উদয় হইয়া, সুখময় অমৃতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন, সুধাংশুর সেই সুধাবিন্দুতেই তোমার দেহ আর্দ্র হইয়াছে। চন্দ্রলেখা রাজকুমারের সুকুমার আকৃতি অবলোকন করিয়া, কুসুমায়ুধের মোহনীয় কুসুমশরে মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে কামনা করিলেন, যদি এই পুরুষরত্ন দারক্রমে আমাকে পরিগ্রহ করেন, তবেই বিবাহ করিব। অনন্তর প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

অদ্য প্রাতে অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শুনিয়া আসিয়াছিলেন গন্ধর্ব্বকুমার পুষ্পকেতন তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহা শ্রবণে চন্দ্রলেখার লজ্জা ও হর্ষে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৃহে আসিয়া আপন নর্ম্মমন্দিরে একাগ্রচিত্তে ভগবান লোকলোচন ত্রিলোচনের অর্চনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পরিমলবাহিনী আসিয়া সংবাদ দিল, ভর্তৃ-

দারিকে। আমি অগ্নিশীল উপাধ্যায়ের নিকট শুনিলাম গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই কথা শ্রবণমাত্র বিষাদের আর সীমা রহিল না; দিন যামিনী একাকিনী এক নিভৃত মণিমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনবরত বিলাপ করিতেছেন। আমি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বিবেচনা করিলাম উনি অনতিবিলম্বেই আত্মঘাতিনী হইবেন, সুতরাং কি করি? আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছি। অঙ্গীকৃত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমার শ্রম সফল হয়। আমি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, রাজার নিকট ইহাকে লইয়া যাইতেছি। সর্পদাসের কথায় আমারও কৌতুক জন্মিল, অনন্তর উভয়ে রাজকুমারের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বর্ণনা করিলাম।

চির পরিচিত প্রীতিপাত্র বান্ধবকে বহুকালের পর দেখিয়া মনে কিরূপ আনন্দোদয় হয়! রাজকুমার সুবককে দেখিয়া এককালীন বাক্‌শক্তি রহিত ও আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইলেন; বোধ হইল, যেন তাঁহার চিত্তটী চিত্তকলায়ু জ হইতে উড়িয়া, কোন অলক্ষিত কমলে বসিবার উপক্রম করিল। জানি না, তাঁহারমনে কিরূপ বিকার উপস্থিত হইল এবং উহার হেতুই বা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম

না। নির্নিমেষনয়নে অন্যদিগে চাহিয়া রহিলেন। এরূপ আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, সঙ্গীতশ্রবণে সঞ্চালিত হইয়া অঙ্গুলীপঞ্জর বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিঘাতে গাত্র দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা নির্গত হইতে লাগিল, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণের পর আধার হইতে শুককে গ্রহণ করিলেন ও চিরপরিচিত প্রীতিপাত্র সহচরের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার শুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, কি অদ্ভুত [illegible]! কোথায় বনচর পক্ষী, কোথায় বা [illegible] পক্ষিকণ্ঠ [illegible] কি অনির্বচনীয় [illegible] দিয়াছেন, কিম্বা দেবতাদের উহার নিকট [illegible] সমর্পণ করাতেও নিষ্ফল হইতেছে। শুনিয়াছি পূর্বজন্মের কথা কারণবিশেষে স্মরণ হইতে পারে, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ভাল, [illegible] নিকট শুনিলাম পক্ষিটী স্পষ্ট বর্ণোচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু কৈ আমার সাক্ষাতে একটীও ত কথা কহিল না, অথবা গাম্ভীর্য্যশালী লোকদিগের প্রকৃতিই এই, অপরিচিতের সহ সহসা আলাপ করিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি জন্মে না। অনন্তর উভয়ের আলাপ হইলে, মনে মনে কহিতে

লাগিলেন সেই অপরিচিতানুরাগিণী কিন্নরকন্যার কথা শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে কি এক অনালোচিতপূর্ব্ব মনোরম উপস্থিত হইল! আজ বিনা পরীক্ষাতে অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিলাম। অহো! গিরিশিখরসমুৎপন্না স্রোতস্বতী স্বভাবতঃ যেরূপ সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়! মন সেই রূপ চন্দ্রলেখার উদ্দেশপথে সতত ধাবিত হইতেছে! বুঝিলাম তরঙ্গিনীর তরঙ্গমালা, বালকের মন ও ললনার নয়নচাপল্য অপেক্ষা চিত্ত অতিশয় অস্থির হইয়াছে! যাহা হউক, শুককে কি বলিয়াই বা বিদায় করি? অথবা নলিনীদলে শীলারস দ্বারা পত্র লেখা করিয়া দি? এই বলিয়া সন্নিহিত সরোবর হইতে পদ্মপত্র লইয়া পত্র লিখিলেন। "বনলতা স্বভাবতঃ যেরূপ বসন্তসহ কারকে আশ্রয় করে, অয়ি বিলাসবতি! শুনিলাম কনকলতিকা বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া শমীপাদপকে সমালিঙ্গন করিবার জন্য করপল্লব বিস্তার করাতে, সহবর্ত্তিনী লতাগণ তিরস্কারচ্ছলে কহিতেছে, কনকলতিকে! মধুপান পর্য্যুৎসুক মধুকর ইন্দ্রনীল বা বৈদূর্য্যমণির প্রার্থনা করে না। প্রিয়সখি! তুমি যে অসৎগত মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছ, উহা কি লজ্জালুকা কুলকামিনীদিগের কুলক্রমাগত ধর্ম্মরক্ষার উপায়? শুক

পত্র লইয়া শূন্যে উড্ডীয়মান হইল, কুমারের চিত্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সেই কালে এরূপ অন্যমনা হইলেন, প্রতীহারী আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! বেত্রপুর হইতে অপ্সররাজ দশবলাহকের অমাত্য চৈত্ররথ আসিয়াছেন, মেঘপুরীতে শিবির স্থাপন করিয়া কহিলেন, যুবরাজের সহ সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি।" কিন্তু নিকটে কে আসিল, কি কহিল, তাহা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। চন্দ্রলেখার পরিচারিকা-ভ্রমে, প্রতিহারীকে কহিলেন, হণ্ডে প্রিয়সখি! এই সুশীতল শীলাতলে উপবেশন কর, প্রিয়ার কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া উদ্বেল চিত্তকে স্থির করি। শুনিয়া প্রতিহারী বিস্ময়াপন্ন হইল। আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ আবার কি? উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ দেখিতেছি, আমাকে প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, মাদৃশ ভৃত্যের প্রতি ঈদৃশ পরিহাসের অর্থ কি? সংসার মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অবিদ্যারূপ এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র আছে, অসামান্যতীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যতীত তাহা পার হইবার অন্য উপায় নাই। রমণীকুলের কটাক্ষ আপততঃ কমনীয় বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহা বিষসংযুক্ত শরের ন্যায় হৃদয়াস্থি ভেদ করে। যুবকের মন অতি

চঞ্চল, সহসা আকৃষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ কি? রমণী-রূপ তড়িৎপুঞ্জের কটাক্ষরূপ প্রখরপ্রভায় সাধু, জ্ঞানবান ও গুণবান ব্যক্তিদিগকেও অন্ধ করে। বিলাসবিমূঢ়িকার ঔষধ কিরূপ, তাহা তপস্বীরাও বলিতে পারেন না। আমরা বিনীতবচনে কহিলাম, কুমার! অকস্মাৎ আপনার এ আবার কিরূপ ভাবোদয় হইল? কৈ এখানে সহচরীরা কোথায়? কি বলিতেছেন? রাজ্ঞী বহুক্ষণ আপনাকে না দেখিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কুমার অনেক ক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস করিত্যাগ করিয়া কহিলেন, তোমরা মাতাকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিবে, আমি সত্বর গন্ধর্ব্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিব, শুদ্ধ ইহা বলিয়া অশ্বারোহণে বাটীর বহির্গত হইলেন। রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্র, আঃ। প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে কি দেহ রক্ষা হইয়া থাকে? এই বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজাও পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া নিভৃতবিলাপমন্দিরে গিয়া রহিলেন। পৌরজনেরা, হা হতোস্মি! হায় কি হইল! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। রাজসহচরেরা মন্ত্রণা করিয়া যুবরাজের অন্বেষণে কুসুমবাহক অলিঞ্জরের সমভিব্যাহারে কতিপয় ভৃত্যকে অপ্সরলোকে পাঠাইলেন।

কিছু দিন পরে সমভিব্যাহারী লোকদিগের সহিত অলিঞ্জর অপ্সরনগর হইতে ফিরিয়া আসিল। পৌরজনেরা অলিঞ্জরকে দেখিয়া সহর্ষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন? তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছিলে? অলিঞ্জর কহিল, রাজা ও রাজমহিষী কি রূপ আছেন বল? পরে সকল সংবাদ ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, রাজমহিষী, পাছে মহারাজের কোন অনিষ্ট ঘটে এই বিবেচনায় একাল পর্য্যন্ত প্রাণকে দেহত্যাগে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; কেবল চেষ্টাশূন্য হন নাই বলিয়াই জীবিত বোধ হয়, ফলতঃ জীবিত ও মৃত ব্যক্তিতে তাঁহার কিছুই বিশেষ নাই। মহারাজ শোকে বিসংজ্ঞ লমতির ন্যায় হইয়া নিভৃতমন্দিরে বসিয়া নিভৃতবচনে পুষ্পাহৎসসম্বন্ধে কত অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কখন মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিতে থাকেন, মহিষি! আজ পুষ্পাহৎসের পরিণয়দিবস, মার্কণ্ড দেবের মন্দিরে যথাবিধি পূজা প্রদান করিতে গমন কর। কখন যুবরাজকে ডাকাইবার জন্য প্রতিহারীকে প্রমোদবনে যাইতে সঙ্কেত করেন, কখন অশ্রুজলে ভাসিতে

থাকেন, কখন বা কৃতসন্নাবধোদ্যত হইয়া নিশীত তরবারী নিষ্কাসিত করেন; ফলতঃ তাঁহার চিত্ত মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় প্রতিভাশূন্য হইয়াছে।

অলিঞ্জর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, তাঁ হইতে পারে, পল্লব কুসুম হীন তরুর পতনই ভাল। তাঃ এখন জীবিত আছেন? এখন রাজমহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই? এই কথা বলিতে বলিতে অলিঞ্জরের নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। পৌরজনেরা হা কি সর্বনাশ! হা মনোহর চন্দ্রহংস! হা পুত্রবৎসলে ইন্দুমতি! হা ধিক্! হায় কি হইল! হায় কি হইল! এইরূপ পরিতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অলিঞ্জর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিল, রাজপুত্রের আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ নানা দেশ অতিক্রম করিয়া গন্ধর্বরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম, বহুদূর গমন করিয়া অতঃপর এক মনোহর অটবী দেখিলাম। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া উহা আশ্রমসন্নিহিত কোন তাপসের তপোবন বলিয়া বোধ হইল। তপস্বীগণ ইতস্ততঃ যজ্ঞ করিয়াছেন, তাহার সমিধ্ ও কুশাগ্রভাগ পতিত রহিয়াছে; সাগ্নিক ঋত্বিক্‌গণের হোমধূমে অশোকপল্লব মলিন হইয়াছে। মুনিকন্যারা

সুরতরঙ্গিণীমন্দাকিনীপ্রবাহে উদক লইতে আসিয়াছিলেন, সিকতাময় তটে পাদাঙ্ক পতিত রহিয়াছে; মুনিকুমারগণ নব দিবসমণিভ্রমে রক্তোৎপল লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহার আরক্ত পরাগ ও কেশর ভূতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই সকল দেখিয়াই বোধ হইতেছে আশ্রম অতি সন্নিকট। শান্তস্বভাব তাপসগণের বিচিত্র আশ্রম দর্শনে শরীর পবিত্র হয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, লতাপাশবদ্ধ তপস্বীদিগের অক্ষমালা ও কমণ্ডলু পাদপগাত্রে প্রলম্বিত রহিয়াছে। বনবল্লরী ও তরুশাখা বিকশিতকুসুমে সুশোভিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, বোধ হয় যেন তরুতলধর্ম্মবুদ্ধি তাপসেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে; শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া অতি বিকচ মহীরুহগণ যেন সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে; তপঃক্লেশসহ তাপসগণ মুনিকুমারগণের দশবিধ সংস্কার সমাপনপূর্ব্বক সুশীতল তমালতরুতলে বসিয়া, বৈবস্বত যোগ অভ্যাস করাইতেছেন; সামিকঋত্বিক্‌গণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উদ্দীপ্ত হোমহুতাশনে আর্য্যাহুতি প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বষট্‌কারধ্বনিতে ও যজ্ঞীয় চরুগন্ধে তপোবন

অতি রমণীয় হইয়াছে, তাপসীগণ উদূখলে ইতস্ততঃ সোমলতা নিষ্পেষণ করিতেছেন; আশ্রমললামভূত প্রত্যাহবিগতাশঙ্ক হরিণশাবকেরা অতিদ্রুতগমনে যজ্ঞস্থলে আসিয়া সোমরসপানাসক্ত তাপসদিগকে পুলকিত করিতেছে; ক্রীড়ারসবশতাপসকুমারেরা, লতাপল্লবিত বনাভ্যন্তরে ময়ূর ও মৃগশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তপস্যার কি প্রভাব! তপোবনের কি মাহাত্ম্য! বাক্‌শক্তিরহিত অজ্ঞান পশুদিগেরও হিংসাধর্ম্মেতে অপহারবুদ্ধি দেখিলাম, উহা অতি নীচপ্রবৃত্তি ও জঘন্যাচার এই বুদ্ধি মনে উদয় হওয়াতে যেন ঋক্ষ শূকরের সহ,মৃগেন্দ্র বরাহের সহ ও করভ শার্দ্দূলের সহ প্রচ্ছায় তরুতলে সুখে একত্র শয়ন করিয়া আছে; অন্যান্য দুর্ব্বল পশু, সিংহশাবকের সহ ক্রীড়া করিতেছে। অধিকুল, অপোগণ্ড শিশুকর্ত্তৃক বেণুযষ্টিদ্বারা বারম্বার প্রহারিত হইয়াও, তাহাদিগের সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। হর্ষিত হইয়া মনে মনে কহিলাম, কি পবিত্র রমণীয় স্থান! ইহা স্বর্গ ও সৌভাগ্যের আয়তন! শান্তিপাদপের শীতলচ্ছায়া! সন্তোষসরোবরের পুরোবর্ত্তী বিনোদপ্রদেশ! ও সৎ সহবাসের শ্রেয় পন্থা! এ স্থানে পরপীড়ন নাই, ইন্দ্রিয়পীড়ন করাই প্রসিদ্ধ; বিচিত্র-

চরিত্ত তাপসদিগের চিত্তে অভিমান মদের লেশ মাত্র নাই, মৃগমদ মৃগের চক্ষেই অতি শোভাকর হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা কন্দর্পের শরশাসনেতেই রহিয়াছে। চপলতা তীর্থসরোবরেই লক্ষিত হইতেছে। তাপসদিগের চিত্ত পরিষ্কৃত আদর্শের ন্যায় অতি নির্ম্মল, নিয়ত বেদরূপ মহা মন্ত্রপাঠে ক্রোধভুজঙ্গ তপোবন হইতে পলায়ন করিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন অভিজ্ঞতা ও কুশলতা এই স্থানকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়াছে; বুঝিলাম অনর্থঅর্থ-সম্পত্তি ও বিষয়ভোগাভিলাষ বিষয়িজনের পক্ষে প্রবঞ্চনা মাত্র। অনন্তর কতকদূর গিয়া এক প্রকাণ্ড পলাশ-তরু দেখিলাম। তাহার শাখা সকল পল্লবাকীর্ণ ও বিকশিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। সেই তরুতলে তৃতীয়াশ্রমধারী পবিত্র কলেবর কতিপয় তাপস নিমীলিত নেত্রে অভীষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। আমরা সম্মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক যথাপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলাম। পরমপবিত্র তাপসেরা নেত্রপাতদ্বারা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদিগের সম্ভাষণমাত্রেই আপনাদিগকে অনুগৃহীত ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া কহিলাম, দেব! ইহা যথেষ্ট সৌভাগ্যের হেতু সন্দেহ নাই, কারণ অদ্য আশ্রমদর্শনে চরিতার্থ হইলাম।

অনন্তর নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে আমাদের পথশ্রান্তি দূর হইল। তাপসেরা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কতক দূর গিয়া এক পর্ব্বতময় প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই পর্ব্বতের শিখরদেশ এরূপ উন্নত, বোধ হয় যেন বিন্ধ্যাচলকে উপহাস করিয়া, হিমগিরি গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে উঠিতেছে। একে নিদাঘকালের মধ্যাহ্ন; মার্ত্তণ্ডদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে অসহ্য কিরণ-কণা বর্ষণ করিতেছেন; বন্যজলাশয় সকল শুষ্ক হওয়াতে, দ্বিরদেরা গম্ভীরনাদে চতুর্দ্দিগে ধাবিত হইতেছে ও শব্দানুসরণক্রমে চাতকেরা, নিবিড় মেঘপটলভ্রমে সহর্ষচিত্তে মাতঙ্গের অনুগামী হইতেছে। মৃগকুল পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, মরীচিকা দর্শনে দিব্য সরোবর-ভ্রমে বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে ধাবিত হইতেছে; দিনকরের দহ্যমান অসহ্য কিরণে সন্তপ্ত হইয়া, খগকুল জাহ্নবী-তটস্থিত হিন্তালতল আশ্রয় লইতেছে; আমরা এই কালে সেই শৈলময় প্রদেশে অধিরূঢ় হইলাম। ঐ প্রদেশ কি মনোহর! উহার শিখরদেশ এরূপ উন্নত, সে স্থলে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হয়, যেন মানসসরোবরের তটোপরি দণ্ডায়মান আছি।

অতঃপর ক্রমশঃ যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হইল। পর্ব্বতের কোন কোন প্রদেশ হইতে অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চন্দ্রকান্তমণির নির্ম্মল আলোক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন আকাশপ্রাঙ্গণে তারকারাশি বিকশিত হইল; অনিলের সহিত সমাগত পর্ব্বতকন্দরস্থ লোকদিগের কলরব, পক্ষিদিগের মধুর স্বর শ্রুতিবিবরে অমৃতমর্ষণ করিতে লাগিল; সন্ধ্যাবিকাশ কুসুমের পরিমল হরণ করিয়া সন্ধ্যাসমীরণ নানাদিগে সৌগন্ধ বিস্তার করিলে, অনতিদূরে তপস্বিদিগের সায়ংকালিন উপাসনরব শ্রুতিগোচর হইলে, আর্ষকল্প ব্রতধারিণী গুহ্যককন্যারা কেহ প্রিয়তমের পুনর্জ্জীবিত প্রত্যাশায়, কেহ সাপত্ন্যনির্য্যাতন হেতু, কেহ বা অপবর্গ লাভের নিমিত্ত সুমধুরস্বরে একতানমনে ভগবান্ ভূতভাবন ভূতেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিলেন, সেরূপ সুমধুর সঙ্গীত কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই। সায়ংকাল অতীত হইলে বোধ হইল যেন পক্ষান্ত চন্দ্রমার অনুদয়হেতু করে মুকুলিত কমলরূপ কমণ্ডলু লইয়া, নক্ষত্ররূপ স্ফাটিক-মালা ধারণ করিয়া, প্রদোষরূপ আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রিয়তমসমাগমপ্রত্যাশায় তমস্বিনী তপস্বিনী বেশ ধারণ করিলেন। ক্রমে যামিনীবিরহকাতর চন্দ্রমা

উদয় হইলে পূর্ব্বপর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা হইল। নদ, হ্রদ, বন, উপবন, নদী, পর্ব্বত চন্দ্রের কিরণজালে শোভাময় ও পাণ্ডু বর্ণ হইল, কেবল বিকশিত কুমুদে সরসীর চমৎকার শোভা হইল এমত নহে, সুধাংশুর অমৃতময় কিরণে অন্ধকার নিরস্ত হইলে বোধ হইল যেন কুকুভদন্তিদেহ শ্বেতাম্বরে আচ্ছাদিত হইল। চন্দ্রালোকে পথ চলিবার আর কষ্ট রহিল না, সন্ধ্যাশীতলসমীরণ স্পর্শে মনে হর্ষ ও স্ফূর্ত্তি জন্মিল। অতঃপর স্ফাটিক-প্রাঙ্গনের ন্যায়, মণিদর্পণের ন্যায় সরোবরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম; কুমুদ, কোকনদ, কহ্লার, কুবলয়, ইন্দিবর প্রভৃতি পুষ্প সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বোধ হইল, দিনমণি অস্তাচলপতিত হওয়াতে শৈলপ্রতি-ঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সরোবরে পতিত হইয়াছেন। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে এক গিরিকূট দেখিলাম; উহার অভ্যন্তরের বহুদূরে মনোহর সরোবর, বিচিত্র উপ-বন, সুরম্য ক্রীড়াপর্ব্বত; মধ্যে মুক্তাকলাপবেষ্টিত গজমতীর ন্যায়, হংসজালসমাচ্ছন্ন কমলবনের ন্যায়, নক্ষত্ররাজি বিরাজিত তারাপতির ন্যায়, অশোক, কিং-শুক, কাঞ্চনবেষ্টিত পারিজাত কুসুমের ন্যায়, অপ্সর-লোক পুরালয় মধ্যে শোভা পাইতেছে চন্দ্রের নির্ম্মল

আলোকে স্পষ্ট লক্ষিত হইল। দ্বারদেশে এক নির্ম্মলা, গতমৎসরা, অমানুষাকৃতি অপ্সরকন্যা দ্বাররক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নাম প্রালম্বিকা। তাপসেরা যদৃচ্ছাক্রমে ঐ গিরিকূটে প্রবেশ করিলেন, আমরা আর তত দূর গমন না করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাপসেরা মন্দারকুসুমহারে সুশোভিত ও সুরবালাসেবিত হইয়া বহির্গত হইলেন ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে শূন্যে প্রস্থান করিলেন। আমরা বিস্ময়বিকসিতচিত্তে দ্বাররক্ষিণী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেবি! ইঁহারা কোথায় গেলেন? ইঁহাদের অভিসন্ধি কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারিকা কহিলেন, বৎস! উঁহারা নভোনিবাস নক্ষত্রলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মহানুভাবালাপকুশলতা ও সরলহৃদয়তা দর্শনে অনুভব হইল তাঁহার স্বভাব অতি মহৎ, হৃদয়করুণারসের আধার, চিত্ত স্নেহার্দ্রময়। আমাদিগের অপ্সরলোকে আগমনের হেতু কি? জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, ভগবতি! গন্ধর্ব্বলোকে চন্দ্রহংস নামে রাজা আছেন, তাঁহার একমাত্র সন্তান; রাজপুত্রের কুসুমসঙ্কাশ রূপলাবণ্য দেখিয়া পৌরজনেরা তাঁহার নাম পুষ্পহংস রাখিয়াছেন। সম্প্রতি যদৃচ্ছাক্রমে প্রব্রজ্যা

আশ্রয় করিয়াছেন। আমরাত্বদীয় অন্বেষনে কখন নিবিড় গহনে, কখন গিরিগুহায়, কখন দুর্ব্বিনীত অসভ্য লোকাকীর্ণ স্রোতস্বীকূলে পর্য্যটন করিয়া, জীবনের এক শেষ করিতেছি।

প্রালম্বিকা শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণের পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমরা কহিলাম, ভগবতি! অকস্মাৎ আপনার এরূপ বিরসভাবব্যঞ্জক নিশ্বাসপাতের কারণ কি? যদি কষ্টকর না হয় বলিতে হইবে। দেবী কহিলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে এক গন্ধর্ব্বকন্যার কিছু কাল ছিলেন। একদা চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সহচর এক বিরলপ্রদেশে নিমিলিত বাষ্পপাত করিতেছেন দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! অদ্য আপনি শোকেতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া কি নিমিত্ত এই বিজনপ্রদেশে রোদন করিতেছেন? তিনি বহুকষ্টে বাষ্পবারি নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভগবতি! আর সে শোকাবহ দুর্ব্বিস্মৃত ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে শোকানলে নিক্ষেপ করেন কেন? তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বোধ হয় আপনার স্মৃতিপথাতীত না হইবে একদা আমি প্রিয়সহচরের সমভিব্যাহারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল আপনার সহ বিশ্রম্ভা-

লাপের পর আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এই গিরিকূটে প্রবেশ করিয়াছিলাম; প্রবেশের পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। আমরা এস্থান হইতে বিদায় হইয়া, কতকদূর গিয়া এক রম্য উপবন দেখিলাম, তরুদলসঞ্চালিতপরিমলসম্পৃক্ত মলয়সমীর কুমারের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিল। বন্ধু অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে পুলকিতচিত্তে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে স্বভাবের শত শত বিচিত্র শোভা বিলোকনে মনোমধ্যে নব নব প্রীতির উদ্ভাবন হইতে লাগিল। কোন স্থানে কলকোকিলোল্লাসিত মলয়বিলোলিত নবললিত উৎফুল্ল পল্লববল্লী বনের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; অমৃতনিস্যন্দ পারিজাত কুসুমসুরভিতসুশীতলপরিমলসৌগন্ধে মধুকর কখন মালতীকুসুমে, কখন কমলবনে উড়িয়া বসিতেছে; আকাশখণ্ডের ন্যায় সরোবরে কমলবন বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; কোথায় বা কুসুমিত লতাললামমণ্ডপ কুসুমপরাগে সুরঞ্জিত হইয়া, তত্তৎপ্রদেশে কন্দর্পের রথসমাগম ব্যক্ত করিতেছে; ময়ূরের কেকারবে, কোকিলের কলরবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে; অনতি দূরে মন্দরপর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ধবলকমলদলপ্রায় মন্দাকিনীর

নির্ম্মল প্রস্রবণ নির্গত হইতেছে, উহার শব্দ কি মনোহর! বোধ হয় যেন প্রস্রবণ বসন্তকে আহ্বান করিতেছে। দূরশ্রুত হাস্যকৌতুকতৎপরা কতিপয় অপ্সরোকন্যা আসিতছেন। আমরা যে বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম, উহার নাম নীলোদ্যান: ঐ কন্যাগণের নাম মালতী, মাধবিকা ও চন্দ্রলেখা পশ্চাৎ অবগত হইলাম। মালতী পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি চন্দ্রবালালতা-লয়ালের নিকট দিয়া গমন করিতেছ, বোধ হয় যেন চন্দ্রবালা তোমাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া কুঞ্জ-বীথিকায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। চন্দ্রলেখা মালতীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখি! তুমি লতাবিস্তারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছ, বোধ হয় যেন মালতী তোমাকে বহুকালের পর দর্শন করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে, এই রূপ আলাপ করিতে করিতে এক রক্তকাঞ্চনমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাধবিকা, মালতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! আমাদের প্রিয়সখী চন্দ্রলেখা অতিশয় ভূষণপ্রিয়া এস আমরা এই কিংশুকমূলে তোমাকে বনকুসুমে সাজাইয়া দি, পরিণয়ের পর ত আর এই বনে এই কুসুম লইয়া এরূপে সাজাইয়া দিতে পারিব না, সখি! কি

বল? মালতী কহিলেন, সখি! বোধ হয় তোমার বাক্য মিথ্যা হইবে না, আমি শুনিয়াছি বয়স্যার পরিণয়ের আর বড় বিলম্ব নাই, গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ সখির পাণি-গ্রহণ করিবেন। এই কথাই সর্ব্বত্রে শুনিতে পাই। মাধবিকা চন্দ্রলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি এতকাল আমাদের সহিত এই পলাশমূলে, ঐ মালতীনদীকূলে, কখন লীলাশৈলে কেলী-চ্ছলে মুকুলকাল অতিবাহিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমার অভিনব কুসুমকাল উপস্থিত; এখন আর কি বলিব, আমাদিগকে তোমার প্রিয়সখী বলিয়া এক এক বার মনে করিও। চন্দ্রলেখা সখীদের পরিহাস করিবেন কি। মালতীর মুখে গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন শ্রবণ করাতে, মৃণালিনীর পক্ষে শিশিরসম্পাত যেরূপ ভয়ানক, চন্দ্রলেখার পক্ষে ইহাও সেইরূপ অনিষ্টকর হইয়া উঠিল। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে অধোমুখী দেখিয়া মালতীর প্রতি কৃত্রিম রোষপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! ক্ষান্ত হও, চন্দ্রলেখা তোমার কথায় রুষ্ট হইয়াছেন, আর পরিহাসে আব-শ্যক নাই; দেখিতেছ না, চন্দ্রলেখার বদনে ক্রমে ক্রমে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মালতী স-

লজ্জিতা হইয়া অনতিপরিস্ফুট বচনে কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখে! তুমি কি আমার প্রতি রুষ্ট হইলে? যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি সুকোমল, ক্রোধের সময়ও কি সেই কোমলস্বভাবের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে! মলয়-সমীরণ প্রবলরূপে সঞ্চালিত হইলেও কি কদাচ দেহ দগ্ধ করে! দেখ, বিরহীকুলকে ব্যাকুল করিবার জন্য শশধর কদাচ অনলবর্ষণ করেন না। আমি জানিতাম চন্দ্রলেখা অতি প্রিয়বাদিনী ও মধুরহাসিনী, আজ আমার প্রতি রুষ্টা হইলে! বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখা ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, সখি! অসন্তুষ্ট হইবার বিষয় কি? তবে কেন আমাকে অপরাধিনী করিতেছ? মালতী ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, সখি! আমি ত তাই বলিতেছিলাম কমল হইতে কি অনলোদ্গম হইয়া থাকে। পরোক্ষের কথা দূরে থাকুক, উহা স্ব চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এই বলিয়া সরোবর হইতে একটী রক্তপদ্ম লইয়া প্রিয়সম্ভাষণে কহিলেন, সখি! আমি তোমাকে প্রিয়-সখীবোধে এই উৎপলটী প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। চন্দ্রলেখা, সখি! এই উহাকে কণ্ঠভূষণ করিলাম বলিয়া, কণ্ঠস্থিত নক্ষত্রমালার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। মাধবিকা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! চন্দ্র-

লেখার মুখমণ্ডল এতক্ষণ মলিন ও বিষণ্ণ দেখিতেছিলে, এক্ষণে শরৎকালীন নববিকশিত শ্বেতশতদলের ন্যায় প্রফুল্ল ও বিস্ফারিত হইতেছে; ভালে অগুরুবিন্দু যেন অর্দ্ধরুচিশশিকলামাঝে তারকাবিন্দু সমাবেশিত হইয়াছে। চন্দ্রলেখা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এখন আর পরিহাসের সময় নয়, বেলা প্রায় অবসান হইল; এস এই পলাশমূলে মাল্যরচনা করি। দিবাবশানে মিশ্রকবনে কন্দর্পসন্দর্শনে যাইতে হইবেক আমরা এই কুসুমহার ভগবান্ কুসুমায়ুধকে উপহার প্রদান করিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিয়া লইব। মালতী বলিলেন সখি! এখন আর পরিহাসের সময় নয় তা তুমি বলিবে কেন, কুমুদকলিকা কি চিরকাল মুদিত থাকে? তবে এখন তুমি এই স্থানে বসিয়া মাল্যরচনা কর, আমরা চলিলাম। মাধবিকা কহিলেন, সখি! তুমি গৃহে যাইতেছ ঐ উটজ বাটিকায় আমার সেই ভল্লুকী শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে কোন প্রলোভন দেখাইয়া ভবনে লইয়া যাও, আমি গন্ধকুটে আর্য্যা অরুন্ধতীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেছি। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! তবে চল আমিও যাইতেছি; এই বলিয়া সখীদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যাইতে যাইতে

মাধবীকা কহিলেন, সখি মালতি! আর একটী কৌতুকাবহ কাণ্ড হয়ে গেল দেখেছ? মালতী কহিলেন সখি না, কৈ! কি বল দেখি? মাধবিকা কহিলেন সখি! তবে শ্রবণ কর; একটী মধুকর ঐ সরোবরকূলে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে ঐ মালতীতীরবর্ত্তিনী কেতকীকুসুমে গিয়া বসাতে কেতকিনীর পরাগ ও কণ্টকে নেত্রপক্ষ হীন হইয়াছে। মালতী কহিলেন, সখি! নির্ব্বোধ লোকদিগের প্রায় এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে।

মালতী ও মাধবিকা এই প্রকারে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মাধবিকা মালতীকে কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা কোথায়? মালতী পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া কহিলেন, সখি! তাই ত চন্দ্রলেখা কি আমাদের ফেলিয়া একাকী গমন করিলেন? সখি! তবে চল আমরাও যাই; এই বলিয়া উভয়ে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে চন্দ্রলেখা সখিরা যে সময়ে পলাশবিস্তারমধ্যে কথা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে লতাবিতানমধ্যে কুসুমচয়ন করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লতাভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইয়া দেখিলেন সখিরা প্রস্থান করিয়াছে, অতঃপর স্থির করিলেন সখিরা আমার অন্বেষণেই পলাশ

বাটিকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থির করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন; সখি! সত্বর হইয়া আইস, আমি বহুক্ষণ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না। পুষ্পহংস নিভৃতভাবে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতেছিলেন, এই ক্ষণে চন্দ্রলেখাকে সখীর হইয়া উত্তর করিলেন, সখি! এই কএকটী কুসুম তুলিলেই হয়। চন্দ্রলেখা সখিরা উত্তর করিল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সখি মাধবিকে! আরণ্য-রত্ন আর হরণ করিবার প্রয়োজন নাই; বসন্তসমাগমে পারিজাত মঞ্জরীত, সহকার পল্লবিত ও পলাশ রক্তিম কুসুমে সুশোভিত, হইয়াছে; এ সময়ে উহাদের শোভাভঞ্জন করিলে দেবরাজ আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন। সখি! বনলতা আমাদের অনেক ইষ্টসাধন করিয়া থাকে, আর উহাদের শ্রীভ্রষ্ট করা উচিত নয়। এক্ষণে এস আমরা ভবনে যাই। পুষ্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, ভর্তৃদারিকে! তুমি পলাশবাটিকায় প্রবেশ করাতে কুসুমগণ হাস্য করিতেছিল, এক্ষণে তোমার অদর্শনে মলিন হইতেছে। তাই বলি এক বার পুষ্প-বাটিকায় আসিয়া কুসুমগণকে সুগন্ধিত কর। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! বসন্তবিকসিত সুগন্ধিপুষ্প নিকটে

থাকিতে কে কোথায় কিংশুকের সমাদর করে? যে বন নিশানাথের উজ্জ্বল কিরণে বিভাত হইয়া থাকে, তথায় কি দীপের আলোক শোভা পায়? পুষ্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, হলা অপ্সরকুলশৈলাক্তমালিকে! তুমি যাহা বলিতেছ সে সত্য, কিন্তু তোমার নির্ম্মল মুখমণ্ডল দর্শনে আর কলঙ্কিত নিশানাথকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! তোমরা এখন যাইবে না? আমি চলিলাম। পুষ্পহংস উত্তর করিলেন, যদি তোমার করস্থিত এই পারিজাতমালা দিয়া যাও তবে তোমাকে যাইতে দিব এই বলিয়া চন্দ্রলেখাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! এই পাদপসম্পত্তি তোমারই জন্যে আনিয়াছিলাম, তবে এই লও এই সহকারমূলে নলিনীপত্রে রাখিয়া গেলেম, এই বলিয়া চন্দ্রলেখা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পুষ্পহংস পাদপের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া সেই মুনিজনমনতোষণমোহনমন্দারমালা সীমাতিশয় আহ্লাদসহকারে গ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন।

পর দিন মালতী ও মাধবিকা, চন্দ্রলেখার অন্বেষণে মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন, মালতী কহিলেন,

মাধবিকে! সে দিবস চন্দ্রলেখা আমাদিগকে বৃক্ষবাটিকায় রাখিয়া গৃহে গমনাবধি সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, চল আজ একবার তাঁহার কাছে যাই। এই বলিয়া মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন ইত্যবসরে চন্দ্রলেখাও সখীদিগকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যগ্র হইয়া তাহাদের অন্বেষণে আসিতেছিলেন। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে দূর হইতে দেখিয়া মালতিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা আসিতেছেন, এস আমরা এই পাদপান্তরালে লুকায়িত হই, সহসা দর্শন দিব না। মালতী কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, সখি! উত্তম কল্পনা করিয়াছ; এই বলিয়া যেমন উভয়ে লতান্তরালে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রলেখাও দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! আমাকে দেখিয়া পাদপান্তরালে লুকাইতেছ কেন? মাধবিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! লুকাই নাই, বনদেবতাদিগের অর্চ্চনা করিতে যাইতেছিলাম। চন্দ্রলেখা হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আর মিথ্যা ভান করিলে কি হইবে বল; চোর ধরা পড়িলেই সাধু হইতে যত্ন পায়। এক্ষণে তোমাদের কুশল ত? মালতী কহিলেন, হাঁ সখি সকলই মঙ্গল;

কেবল সে দিবস বৃক্ষবাটিকায় তোমাকে না দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন ছিলাম, এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। অতঃপর চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! আমি যে পারিজাতমালা নলিনীপত্রে সহকারমূলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছ কি না? মালতী মাধবিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! শুনিলে চন্দ্রলেখার কেমন সৌহার্দ্দ ও সত্যবাদিতা, আমাদের নিকট কপটতা করিয়া সুশীলতা প্রকাশ করিতেছেন, সখি! তা বলিতে পার? চন্দ্রলেখা কহিলেন সখি! আমি কি রহস্য করিতেছি। মাধবিকা কহিলেন সখি! রহস্য করিতেছ কি সত্য বলিতেছ তাহা তুমিই জান। যনাভিবিস্ফুটিত মৃগকুল যে প্রকার সুগন্ধ গন্ধে অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সখি! তুমিও পারিজাতমালা হৃত হইয়া আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিতেছ। সে যাহা হউক, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি কিয়ৎকাল কল্পপাদপের শীতলচ্ছায়ায় অবস্থিতি কর, আমরা অন্বেষণ করিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রলেখা, নদীতীরস্থিত সপ্তচ্ছদ তরুতলে উপবেশন করিয়া প্রতিপালিত শাবকদিগকে জলপান করাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে হংসমালা নাম্নী পরিচারিকা আসিয়া কহিল, ভর্তৃদারিকে!

আপনি যে মন্দারমালা পলাশবাটিকামধ্যে নলিনীপত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হৃত হইয়াছে, মালতী মাধবিকা আমাকে এই কথা বলিয়া আর্য্যা অরুন্ধতীর সহ ভোগশৈলে প্রস্থান করিলেন, ইহা কহিয়া হংসমালা বিদায় হইল। শৈশবকালে এক সহবাসে অকৃত্রিম প্রণয়-সঞ্চার হয়। সখিগণের স্থানান্তর গমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রলেখা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। সখিরা এতক্ষণে কতদূর গেল? পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দেবমাতৃকায় অবিতথ ভূমিতে গমন করিতে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বনদেবতাদিগের সহ সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, আমার কুশলসম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে? হেমকূট পর্ব্বতে প্রিয়সখী অতসী আছেন যাইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহাকেও কোন সম্বাদ বলিয়া দেওয়া হইল না। এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে নিদ্রার উদ্রেক হওয়াতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। চন্দ্রলেখা তরুমূলে কমলদলশয্যায় শয়ন করিলেন। পুষ্পহংস পারিজাত হরণাবধি কখন মালতীনদীতীরে, পলাশবাটিকায়, চন্দ্রলেখার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, অতঃপর অপ্সরতীর্থে কল্পপাদপেরতলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্র-

লেখা সুকোমলকমলদলশয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। সেই স্থান বিবিধ লতারাজী বিরাজিত, কুসুমসমাকীর্ণ, চন্দ্রলেখা তদভ্যন্তরে শয়ান ছিলেন দেখিয়া সহসা বোধ হইল কনক লতা কল্পপাদপের আশ্রয় লইতে উঠিতেছে, কিম্বা পাদপ পুঞ্জে নিবিড় নীরদভ্রমে সৌদামিনী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তৎপর ভয়কম্পিত নিঃশব্দপদসঞ্চারে চন্দ্রলেখার সমীপবর্ত্তী হইয়া, তরল নামক হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে রাজমহিষী কল্পপাদপের তলে উপনীত হইলেন। চন্দ্রলেখার নিদ্রাবসান হইল। চন্দ্রলেখা জননীকে সম্মুখে উপস্থিতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। দৈবাৎ বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, দেখিতে পাইলেন, গলদেশে এক সুবর্ণময় হার সন্নিবেশিত রহিয়াছে, কিন্তু মাতার সমীপে উহা গোপন করিয়া অন্যবিধ আলাপে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

নিদাঘদিবসের শেষভাগে তাপের বিগম। দক্ষিণদিক্ হইতে নিদাঘবিনোদন সন্ধ্যাবিকাশকুসুমসৌরভ ও শীতলস্পর্শ দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতেছে, লোকেরা নদীকূলে, সরোবরতটে, বিশ্রামগিরিকন্দরমন্দিরে ভ্রমণ করিতেছে, সন্ধ্যাবিকাশকুসুমসৌরভে উপবন আমোদিত

করিতেছে, এই কালে আমি বন্ধুর সহিত গিরিতটে উপবেশন করিয়া আছি, পূর্ব্বদিগে কদলীনিধি বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া স্বকীয় সুদৃশ্য স্বচ্ছ ছবি বিকাশ করিতেছেন; এই কালে শশিকলার ন্যায়, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় দুইটী বিদ্যাধরকন্যা দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। কুসুমশরশরের অলঙ্ঘ্যতাবশতঃ সখার মনে অনির্ব্বচনীয় কন্দর্পানুরাগ উদ্ভাবিত হইল। আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সখে! অপ্সরোলোক সুরলোক হইতেও গৌরবান্বিত হইয়াছে; ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, পুণ্ডরীকোদ্ভবা মনোরমা সরস্বতী সহ এস্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতেছেন। ফলতঃ সরস্বতী সহ কমলার যে বিসম্বাদ প্রবাদ ছিল, তাহা এক্ষণে অলীক বোধ হইল। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ব্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল দেখিয়া রোষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, অজ্ঞের ন্যায় কি বলিতেছ? যৌবনপ্রভাবে যুবকদিগের চিত্ত অতি নিবিড় হইয়া উঠে; অতএব এই বেলা সতর্ক হও। বন্ধু করুণাবাক্যে কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অজ্ঞান নহি, আমাকে অন্যরূপ আশঙ্কা করিতেছ বোধ হয় তোমার মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকিবে। এই রূপ বলিতে বলিতে কিন্নরবালাদ্বয় আমাদের নিকটে উপস্থিত

হইলেন। আমি ছলক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, খানিক দূর গমন করিয়া ভাবিলাম, অপ্সরোগণ স্বভাবতঃ অতি প্রগল্‌ভস্বভাব ও তরলাশয়, বয়স্যেরও শরীরে যৌবনের সমুদায় লক্ষণ দেখা দিয়াছে; দৈবের কথা কিছু বলা যায় না, যাহা হউক তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি; ইহা ভাবিয়া ফিরিয়া চলিলাম। কিছু দূর গিয়া সেই কন্যাগণের সহিত বয়স্য যাইতেছেন দেখিয়া, তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। কতকদূর গিয়া অপ্সরদিগের এক গিরিবিশ্রামমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, তত্রস্থ তরুলতাগণ কুসুমিত ও পল্লবিত, সহসা দেখিলে বোধ হয় পাদপবধূকুলের সৌন্দর্য্যমঞ্জরী বিকশিত হইয়াছে, হংস ও ময়ূরীগণ সৌধপ্রাঙ্গণে কেলী করিতেছে। অপ্সরোরাজপুত্রী চন্দ্রলেখা, স্বীয় বয়স্য শশমঞ্জরীর সহ চতুরঙ্গক্রীড়া করিতেছেন, কিন্নরকন্যাগণ বয়স্যের সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রলেখা বন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! এই সকলভূতলরত্নভূত বিধাতার দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিত কুমাররত্ন কে? ইনি কোথা হইতে আসিলেন? ইঁহার মনোহর আকৃতি ও অসামান্য লাবণ্য দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন রাজর্ষি হইবেন, বিধাতা বুঝি রতীর দর্পনাশ করিবার জন্য

ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। অথবা বসন্ত হইতে আর এক মনোরম প্রীতিকর বস্তুর সৃষ্টি করিবেন বলিয়া, ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। একাবলী, চন্দ্রলেখার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, বিনয়নম্রবচনে চন্দ্রলেখাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! ইনি আমাদের মহারাজের দুহিতা। ইনি অতি মহাশয়া ও মহানুভাবা। ইঁহাকে দুরবস্থা বা অপদস্থরূপা বিবেচনা করিবেন না, আপনার এস্থানে আগমনে রাজপুত্রী আপনার নিকট বাধিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভর্ত্তৃদারিকা আপনার পরিচয় জানিতে উৎসুকা হইয়াছেন, পরিচয়দ্বারা ইঁহার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পুলকিত করুন। বয়স্য কহিলেন, ভদ্রে! তোমাদিগের সুশীলতা ও সরলহৃদয়তা দেখিয়া আমি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মধুরালাপেই প্রকাশ পাইতেছে তোমরা কোন মহৎ বংশসম্ভূতা; মহানুভাবা! পাটল কুসুম হইতে কখন মধু বর্ষণ হয় না। লবণাম্বুধি হইতে কখন অমৃত সমুৎপন্ন হয় না। আমি গন্ধর্ব্বনগর হইতে আসিয়াছি; গন্ধর্ব্বরাজ চন্দ্রকেতুসেনের পুত্রের সহ কুন্তলদেশীয় রাজদুহিতা কুসুমাঞ্জলীর পরিণয় হইবে, অপ্সরোলোকে নিমন্ত্রণ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। বয়স্য প্রিয়ং-

তোমার মন পরীক্ষা নিমিত্ত ছলক্রমে এই রূপ পরিচয় দিতেছেন, চন্দ্রলেখা প্রিয়তমের অন্যের প্রতি আসক্তির কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নয়নপাত করিয়া কহিলেন, হাঁ! এ শুভ সংবাদ সন্তোষ-দায়ক বটে। ইহা কহিয়া তৎপর ক্ষণেই ছলক্রমে তথা হইতে গিয়া প্রমোদবনে প্রবেশ করিলেন। আমি গোপনে প্রমোদবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলাম নয়নদ্বয় মুদিত করিয়া তরুবরে অঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক বিলাপ করিতেছেন; মুখমণ্ডল ম্লান ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। মনোদুঃখে ক্রমশঃ অশ্রুবিন্দুপাত করিতেছে। তাঁহাকে সান্ত্বনা করে, তৎকালে নিকটে এমন কেহ উপস্থিত ছিল না বলিয়া, তরুগণ পবনকম্পনদ্বারা শব্দ করত তাহাকে লাগিল; লতাগণ সহচরীর ন্যায় কুসুমপাত ছলে সেবন করিল; নির্ঝরপ্রপাত জল শুশ্রূষা নির্ব্বাহ করিল, মধুকর পুরোবর্ত্তী হইয়া মনোবেদনীয় অতিবিনয়ে মধুরবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল; নদীগণ স্নেহপ্রেমময় তরঙ্গরূপ কর প্রসারণ করিল। অতঃপর একাকিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। মনে মনে কতই বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; এক বার ভাবিলাম, চন্দ্রলেখা প্রিয়তমের অন্যাসক্তি শ্রবণে

অভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া হুতাশনে বা উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, অথবা এই লজ্জাকর ও নিন্দনীয় কার্য্যে অগ্রসর হইলে লোকে কি বলিবে ? অথবা তাঁহার আমার প্রতি অনুরাগ কোথায় ?" যদি এই রূপ ভাবনার সহিত তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে বিষম অত্যাহিত ঘটিবে। বয়স্য, প্রজ্জ্বলিত অনলে হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই।

তার পর দিন চন্দ্রলেখা মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বয়স্য একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় অস্থির হইলেন। এত কষ্ট, এত যত্ন সমুদায় নিষ্ফল হইল; এত দিনের পরে কুসুমশরের মনোরথ সফল হইল; জানিতাম যে এত ঘটাইবে তাহা, পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই; লোকেরা অশনিপাতসূচক আড়ম্বরে কম্পিত হয়, বজ্রপাতে আর আমার ভয় কি! এই রূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনুরক্ত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও বিবেচনা ও বোধশক্তির হ্রাস হয়, দুর্জ্জয় ষড় রিপুও সময় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠে; তৎকালে চিত্তকেও আর স্থির রাখা যায় না। শরীর একেবারে চেষ্টারহিত হইল, নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্যময়

দেখিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন তৎকালে কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহার বিকট দশা দেখিয়া কাঁদিলাম সখে! চল তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছি, তোমার আর এ যন্ত্রণা দেখা যায় না। অতঃপর মন্দর পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম।

নিশীথসময়ে মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রমণ্ডল অনুদয় হেতু এতক্ষণ দিগ্মণ্ডল তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, চন্দ্রোদয়ে তিমিরজাল নিরস্ত হইয়া গেল। নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে পূর্ণশশধর বিরাজিত হওয়াতে, বোধ হইল যেন রজনী প্রফুল্ল মালিকামালা হস্তে স্বীয় পতিকে বরণ করিতে অগ্রগামিনী হইলেন। ক্রমে ক্রমে নগর নিস্তব্ধ, রাজপথ জনশূন্য, সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। চন্দ্রের ধবলাংশু সমুদ্রজলে, প্রমোদবনে, পর্ব্বতশিখরে বিভাত হইলে স্বভাব বিচিত্র ভাব ধারণ করিল; রাত্রিচর জীবগণ ইতস্ততঃ সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ফেরুদল রাত্রী পাইয়া প্রান্তরে, গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া মহানন্দে কোলাহল করিতে লাগিল; জ্যোতিরিঙ্গণগণ লতামণ্ডপমধ্যে, তরুগহনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সহসা দেখিলে

বোধ হইল যেন আর স্থির থাকিতে না পারিয়াই তারকাবলী ইতস্ততঃ কেলী করিতেছে, মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিল চন্দ্রালোকে বিলোড়িত হইলে, বোধ হইল যেন ত্রিলোক মস্তকে প্রাপ্তক্রম হইয়া শূলপাণি বেদনলিনে ভাসিতেছেন; অথবা উদ্বেল তরঙ্গে ফেণিল হইয়া মল্লিকাকুসুমমণ্ডিত প্রতীয়মান হইতেছে, বোধ হইতেছে কোকিল গলিত সকল হইয়া পারদময় শোভা পাইতেছে। সুকুমকানন কল্প-জাত চম্পককোরকে [illegible] ফলে যেন দিগঙ্গনারা কনক-নিন্দিত করশাখা নির্দ্দেশদ্বারা কহ তৎ কাননে কুসুমশর-সমাগম সঙ্কেত ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ঐ দেখ। পুষ্পকুম্ভ বিকসিত [illegible] কুসুমশর সকল সন্ধান করিতেছে। ঈশান [illegible] রূপবতী যুবতী রমণীগণ মনোহর ভূষায় ভূষিত হইলে যাদৃশ শোভা পায়, বসন্ত কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হওয়াতে কুঞ্জ-কামিনীরা তাদৃক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

অতঃপর নন্দনবনে প্রবেশ করিয়া সপ্তচ্ছদ তরুমূলে উভয়ে উপবেশন করিলাম। বয়স্য আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সখে! সেই মনোহারিণীর রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া মন নিতান্তই মগ্ন হইতেছে; তাহাতে আবার [illegible] কুসুমশরের সহায় হইয়া আমার প্রতি বিনা [illegible]

ক্ষেপণ করিতেছে। শিরীষকুসুম বিনতাঙ্গ ন্যায় নি-
স্তেজপ্রায় করিতেছে, অতএব আমাকে চন্দ্রালোক হইতে
কোন নিভৃত প্রদেশে লইয়া চল, শশিকর আমার গাত্র
দগ্ধ করিল। আমি কহিলাম, সখে! এত উৎকলিকাকুল
হইলে কি হইবে বল? বিচলিত চিত্তকে সংযত করাই
এ রোগের প্রতীকার। আমি সরোবর হইতে সুশীতল
সলিলার্দ্র নলিনীদল আনিয়া সঞ্চালন করিতেছি; আর
শরীর উপরে তাহার শয্যা করিয়া দিতেছি, ইহাতে শয়ন
করিলে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিবে। তিনি কহি-
লেন, সখে! অবিশ্রান্ত অন্তঃকরণ সুস্থ শান্তি করিতে
পারি নাই, সলিলার্দ্র নলিনীদল বাতাসে কন্দর্পকে
দীপিত করিয়া দেওয়া হইবেক। যদি আমাকে জীবিত
রাখিতে চাও, সত্বর এস্থান হইতে লইয়া চল। কুসুমধনু
গাত্রে পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে কন্দর্প গাত্রে
শর নিক্ষেপ করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার
কলেবর কন্দর্পশরাঘাতে এরূপ জর্জরিত হইয়াছিল যে
খদ্যোতের ন্যায় পুণ্ডরীক বর্ণ, অনলের ন্যায় নিঃ-
শ্বাস, বিষপ্রহারের ন্যায় চন্দনবিলেপন, উত্তপ্ত রৌদ্রের
ন্যায় চন্দ্রের নির্মল কিরণ বোধ হইতে লাগিল। আমি
কহিলাম, সখে! ঐ উটজগৃহে আইস। চন্দ্রের আলোক

বোধ হইতেছে আর স্থির থাকিতে না পারিয়াই তারকাবলী ইতস্ততঃ কেলী করিতেছে; মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিল চন্দ্রালোকে বিভাত হইয়া, বোধ হইল যেন ত্রিলোচন মস্তকে প্রাপ্তক্রম হইয়া শূলপাণি স্বেদজলে ভাসিতেছেন; অথবা উদ্বেল তরঙ্গে ফেণিল হইয়া মল্লিকাকুসুমসদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে, বোধ হইতেছে ফেণিল সলিল সকল হইয়া পরস্পর শোভা পাইতেছে। সুকুমার বন কুসুম-জাত চম্পককোরককোমল জলে যেন দিগঙ্গনারা কনক-নিন্দিত করশাখা নির্দেশ দ্বারা ইতং ততঃ কাননে কুসুমনিকর-সমাগম সঙ্কেত ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া, ঐ দেখ। পুষ্পপুঞ্জ কি সঞ্চয়ার্থে নিয়ম কুসুমশরের সকল সন্ধান করিতেছে। ইহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, রূপবতী যুবতী রমণীগণ মনোরম ভূষায় ভূষিত হইলে যাদৃশ শোভা পায়, বসন্ত কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হওয়াতে কুঞ্জ-কাননীর তাদৃক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

অতঃপর নন্দনবনে প্রবেশ করিয়া সপ্তচ্ছদ তরুমূলে উভয়ে উপবেশন করিলাম। নয়না আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সখে! সেই মনোহারিণীর রূপলাবণ্য স্মরণ করিয়া মন নিতান্তই দগ্ধ হইতেছে। তাহাতে আবার অনঙ্গ কুসুমশরের সহায় হইয়া আমার প্রতি বিষাক্ত শর

নিক্ষেপ করিতেছে। শিরীষকুসুম বিনলতার ন্যায় বি-
দগ্ধপ্রায় করিতেছে, অতএব, আমাকে চন্দ্রালোক হইতে
কোন নিভৃত প্রদেশে লইয়া চল, শশিকর আমার গাত্র
দগ্ধ করিল। আমি কহিলাম, নাথ! এত উৎকণ্ঠাকুল
হইলে কি হইবে বল? বিচলিত চিত্তকে সংযত করাই
এ রোগের প্রতীকার। আমি সরোবর হইতে সুশীতল
সলিলার্দ্র নলিনীদল আনিয়া বীজন করিতেছি; আর
শরীর উপর নানা জলার্দ্র করিয়া দিতেছি, ইহাতে শয়ন
করিলে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিবে। পুনঃ কহি-
লেন, নাথ! অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে হৃদয় শীতল করিতে
পারি নাই, সলিলার্দ্র নলিনীদল বাতাসে কন্দর্পকে
দীপিত করিয়া দেওয়া হইবেক। যদি আমাকে জীবিত
রাখিতে চাও, সত্বর এস্থান হইতে লইয়া চল; কুসুমরেণু
গাত্রে পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে কন্দর্প গাত্রে
শর নিক্ষেপ করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার
কলেবর কন্দর্পউপতাপে এরূপ জর্জরিত হইয়াছিল যে
খদ্যোতের ন্যায় পুষ্পরাজি বাতাস, অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় হি-
মজল, বিষপ্রহারের ন্যায় চন্দনবিলেপন, উত্তপ্ত লৌহের
ন্যায় চন্দ্রের নির্মল কিরণ বোধ হইতে লাগিল। আমি
কহিলাম, সখে! এই উটজগৃহে আইস। চন্দ্রের আলোক

লতাবিতানে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, ঐ স্থান তোমার প্রীতিকর হইবে। পুষ্পহংস কহিলেন, সখে! বালুকায় পদনিক্ষেপ করিতে শঙ্কা হইতেছে। আমি কহিলাম, কি শঙ্কা বল? বয়স্য কহিলেন, সখে! বোধ হইতেছে উহা রেণুকা নয়, কন্দর্পের দর্পনাশ ভস্মরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে। দগ্ধ মদন প্রচ্ছন্নভাবে সেই অনলে আমাকে তাপিত করিবে, আমি যাইতে পারিব না। আমি কহিলাম, সখে! এখনও তুমি অনলে আশঙ্কা করিতেছ, দগ্ধ মদনে এখনও দগ্ধ করিতে কি বাকি রাখিয়াছে? এই বলিয়া তথা হইতে দুইজনে চলিলাম।

এই অবসরে চন্দ্রলেখার সহচরী একাবলী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। গবাক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নন্দনবনের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে নিশীথপ্রভাবে দূর হইতে এক বস্তুতে অন্যরূপ দেখিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিকসিত কমল বন, নভোমণ্ডল বলিয়া, সরসীর সরোবর স্ফাটিকপ্রাঙ্গণ বলিয়া, নন্দনবন নিবিড় বলাহকশ্রেণীর ন্যায়, দূরবর্ত্তী নভোভাগ সরোবর বলিয়া, তারাবলী কুমুদমালার প্রতিরূপ, বংশলতিকা ভুজঙ্গলতা বলিয়া, [illegible] শ্রেণী বলিয়া, ভ্রম জন্মিল। [illegible] একাবলী গবাক্ষদ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক চন্দ্র-

দিকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, উঃ! [illegible] রাত্রি আছে। বন নীরব। লোকালয় নিস্তব্ধ। রাজপথ জনতাশূন্য। পুরবালীগণ নিদ্রায় অচেতন। নিশাচরগণ রাত্রি পাইয়া, আনন্দমনে নন্দনবনে, নানাস্থলে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভায় সরোবর ও লতামণ্ডপ বিভাত হইয়া, অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষের ফাঁক দিয়া চন্দ্রালোক তরুতলে স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে মেদিনীগর্ভ হইতে এক কালেই শত শত চন্দ্রমণ্ডল উদয় হইয়াছে। অথবা আকাশমণ্ডলে যে "কুসুমরাশি" বিকশিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহার কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়াছে। আহা! এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে বনপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহাদের কোমলগাত্রে চন্দ্রের আলোকস্পর্শে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না, কিন্তু সখীর প্রাণ দগ্ধ করিল। এপারপদার্থ এমনি পক্ষপাতের মূল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আহা অসংখ্য তারাবলীকর্তৃক সমাবেষ্টিত হওয়াতে চন্দ্রমার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! বোধ হইতেছে যে, দেবাঙ্গনারা শশধরকে বিরহতাপের পরিচয় দিবার নিমিত্ত, আকাশপথে উঁহার পরিবেষ্টন করিয়াছেন।

এই সময়ে চন্দ্রশেখর মনোমোহিনী হেমলতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। একাকিনী হেমলতাকে দেখিয়াই চন্দ্রশেখর সুশীল জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল এই মাত্র কহিল, "সখি! জানি না, তাঁহার কি মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে যে সকল লক্ষণ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে অনায়াসে মনোমধ্যে কুলক্ষণ সকল উপস্থিত হইতেছে। তিনি শয্যায় শয়ন করিলে অনবরত নয়ন জলে [illegible] ভাসাইতে লাগিলেন, পরিশেষে সবে ঐ বিষাদ পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, 'তাঁহার [illegible] অন্যের প্রতি এরূপ অনুরাগ তাহা পূর্বে জানিতাম না। আমি জানি বিধি আমাকে অলঙ্কিত করিবে বলিয়া এরূপ দুঃখে চিত্ত বিষাদে আকৃষ্ট করিল। আমিও এমনি হতভাগিনী, তাঁহার প্রলোভনে মোহিত হইলাম; এ সকল বিধাতার বিড়ম্বনা ও আমার দুর্ভাগ্যের [illegible] তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। নতুবা অদৃষ্টপূর্ব, অপরিচিতপূর্ব, অজ্ঞাতকুলশীলজনের প্রতি অনর্থক এত অনুরাগ কোথা হইতে ঘটিবে?' অতঃপর কন্দর্পকে তিরস্কার করিয়া আপনার মনোগত সঙ্কল্প সকল ব্যক্ত

করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমাকে তথায় থাকিতে আদেশ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তোমাকে জানা বলিতে আসিয়াছি। একাবলী শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। অতঃপর দেখিল বক্ষাস্থলপরি পার-দেশে এক শিলাময় অশোকবেদিকায় বসিয়া আছেন। অশ্রুজলে কপোলতল ভাসিতেছে। একাবলী অশোক-তলে গমন পূর্ব্বক চন্দ্রলেখার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, সখি! আর রোদন করিলে কি হইবে বল? দৈব সকল সময়ে অনুকূল হয় না। তুমি পারিজাতজন্য বিলক্ষণ আশ্রয় লইয়াছ এখন অনুতাপ করা নিষ্ফল। চন্দ্র-লেখা একাবলীর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। হা নাথ! পারিজাত জানি-য়াই কি আমাকে ঘৃণা করিলে? আমি কোন অপ-রাধ করি নাই, বিনা অপরাধে পীড়ন করিয়া কি তোমার অগাধ বুদ্ধি ও শান্তস্বভাবের পরিচয় প্রকাশ করিতেছ? অথবা মন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছ? যদি সন্দিগ্ধতাই জন্মিয়া থাকে তবে প্রোহিত এই কারণ জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার পক্ষপাতিনী হইয়া এক কালে কুলে জলাঞ্জলি দিয়াছি। প্রেমানুরাগিণী নহে-

কার্ত্তিকেয় তারকে পরাজয় করিয়াছি, কুলক্রমাগত সন্তান কথা কি? এই অনার্য্যা বালার দুশ্চেষ্টিত দর্শনে নিকটে আমাতেও তার লজ্জাবোধ হয়। অপযশের আর ভয় রাখি না, কারণ তোমার সম্বন্ধে তাহা শুনিতে অতি সুমধুর। সুতরাং নিন্দাতেও আর বিদ্বেষবুদ্ধি নাই। একাবলী কহিলেন, সখি! তুমি মুক্তাভ্রমে ছিদ্র বীজে প্রতারিত হইয়াছ, হেমযূথিভ্রমে স্বর্ণপ্রলেপিত পদ্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব এই হার গলদেশ হইতে পরিত্যাগ কর, যাবৎ তোমার প্রিয়সমাগমলাভ না হয়, তাবৎ উহাকে স্পর্শ করিও না। একাবলী এইরূপে চন্দ্রলেখাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পুষ্পহংস নন্দনবনের প্রচ্ছায় বনান্তরালে ভ্রমণ করিতে করিতে যে দিকে একাবলী চন্দ্রলেখার সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দুইটী অল্পবয়স্কা বিদ্যাধরবালার আলাপ শুনিতে পাইলেন। গন্ধর্ব্বকুমার নিশীথ সময়ে স্ত্রীলোকের আলাপ শুনিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, আঃ দুর্নীত মকরকেতনের কি দুর্দ্ধর্ষতা! এই নব বালাকে প্রণয়ের অধীন

করিয়া কি বিসদৃশ কার্য্যই করিতেছে। কি সুকোমল শিরীষকুসুমমঞ্জরী, কি পুণ্ডরীকরাশি, কি কোমলাশ্রয় যুবতীজনের যৌবনসম্পত্তি, কালের বৈগুণ্য দোষে সকলই বিনষ্ট হয়। গভীর রাত্রিকাল, নগরের যাবতীয় লোক নিদ্রায় অচেতন। এ সময়ে কোন্ কুলবালা বিরহবিধুরা আমার ন্যায় অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছে? যাহা হউক, দেখিতে হইল, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রলেখা বাষ্পবারিপরিপ্লুতলোচনে রোদন করিতেছেন। শ্রমস্বেদশীকরবিন্দু বিন্দু বিন্দু গাত্র দিয়া বিগলিত হইতেছে, বোধ হইল যেন রাজবালা সানন্দে মুক্তামালার সহিত গজমতীহার পরিয়াছেন, আর তাঁহার লাবণ্যে চন্দ্র তারাবলী নন্দনবন সহ বিজিত হইতেছে। চন্দ্রলেখার চন্দনবিলেপিত বক্ষঃস্থলে চন্দ্রালোকে প্রফুল্ল মল্লিকামালা প্রকাশিত হইলে রাজা আমাকে কহিলেন, এই কামিনীর কলেবর বসন্তশ্রীখণ্ড রসাক্ত হইয়া রজতপর্ব্বতের ন্যায় কমনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, তদুপরি মল্লিকামালা ত্রিদশতরঙ্গিণীনীরে ধবল কমল দল প্রায় কান্তিবিকাশ করিতেছে।

অনন্তর একাবলী কত বুঝাইতে লাগিলেন। চন্দ্রলেখা একাবলীর প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রমোদ বনে প্রবেশ করি-

লেন। তথায় এক নিভৃত তরুমূলে উপবেশন করিয়া কহিলেন, হে চরাচরসাক্ষীভূত ভুবনত্রয়চক্ষু ভগবন্! তোমার অনুগ্রহেই যেন এই অপবিত্র কলেবর মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করে। হে পিতৃকুলদেবতে! এই অনার্য্যা বালার অপ-রাধ মার্জ্জনা করুন, অবহিত ভবিতব্যতে! প্রসন্ন হও, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইল, মাতঃ সুরতরঙ্গিণি! আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন, আমি অনাথা ও অসহায়া, তোমার শরণ লইলাম। এই কথা বলিবামাত্র নয়ন অন্ধকার, দেহ কাঁপিতে লাগিল। একবারে যেমন চন্দ্রলেখাকে ধরিবার উদ্যোগ করিতেছে, অমনি খাং মুখে। করস্পর্শে সিক্ত হও, এই কথা বলিয়া, এক অঙ্ক ভুজঙ্গে আবরী। চন্দ্রলেখাকে ক্রোড়ে লইয়া স্রোতে চলিয়া গেলেন।

আমি সরোবরে জল লইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, নন্দনবনমধ্যে অকস্মাৎ বিষাদসূচক রব শ্রবণ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হই-লাম। যাইতে যাইতে বারম্বার গতিস্খলন হইতে লা-গিল তাহা কিছুই না মানিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। সহসা কোটি সুধাকর ভূতলে পতিত হইলে বৃক্ষের ছায়ায় যে চন্দ্রের আলোক পতিত হইয়াছিল, উৎকণ্ঠায়

তাহাই বসন বলিয়া দুড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। অনন্তর উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলাম, একাবলীর হস্ত ধারণ করিয়া সকলে রোদন করিতেছে। পরিশেষে শুনিলাম, চন্দ্রলেখার মৃত্যুশোকে বন্দনা সেই দণ্ডেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, সৈন্যনিচয় আসিয়া উভয়েরও মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে [illegible] হায় প্রিয়সহচরি [illegible] অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অনন্তর [illegible] এ মানসসরোবরে স্নান করিয়া নক্ষত্র-লোকে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পুনর্ব্বার আসিবার কথা ছিল, অদ্য পর্য্যন্ত আসেন নাই।

এই রূপে অলকানন্দা পুষ্প [illegible] [illegible] তীরস্থ বৃক্ষে, [illegible] দুই দিবস তথায় ছিলাম, অনন্তর [illegible] হইয়া [illegible] আগমন করিলাম। এক্ষণে রাজা ও রাজমহিষী যাহাতে না ক্লেশ পান এরূপ করিতে হইবে, এই বলিয়া সকলে রাজার নিকট গমন করিল।

মহর্ষি মুনিকুমারদিগকে চন্দ্রলেখার মৃত্যু বর্ণন করিয়া কহিলেন, বৎস! তৎপরে শ্রবণ কর।

চন্দন ও অগুরু হইতে [illegible] দুই কুল সমুৎপন্ন হয়। চন্দ্রমা ও চন্দ্রব্রত নামে ঐ কুলদ্বয়ের দুই জন মনু-

পত্নি ছিলেন। তাঁহাদিগের ঔরসে হেমলতা ও চন্দ্রপ্রভা নামে দুই চন্দ্রকলা প্রায় কন্যা সমুৎপন্ন হয়। একদা দুই সহোদরায় মহর্ষি নীলধ্বজের পাদপদ্মস্থিত চৈত্যপ্রাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে করিতে এক শিখিশিশু দেখিয়াছিল। সেই শিখিশিশুটী আশ্রমপালিত, পূর্ব্বে উহারা জানিতে পারে নাই। তাহার চমৎকার লাবণ্য দর্শনে উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইল. শেষে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। অতঃপর সেই পক্ষি বিবাদস্থলে মরিয়া যায়। সেই স্থানের অনতিদূরে মহর্ষি নীলধ্বজের আশ্রম ছিল। মুনিপুঙ্গব পর্ণশালার দ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন, এই সময় মুনিকুমারেরা কন্যাদিগকে মহর্ষির সমীপে ধরিয়া আনিলেন মহর্ষি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে এই কন্যা সুরলোকবাসিনী [illegible] নাম্নী অপ্সরাদিগের চন্দ্রমোহিনী ছিল। সুরতরুর শাপে মল্লিকারূপে মুনিকুলে জন্মপরিগ্রহ করে, পরে অপ্সরঃ কুলে চন্দ্রলেখা নামে অবতীর্ণ হয়, তৎপর একণে চন্দ্রপ্রভা নামে গুহ্যককুলে জন্মিয়াছে। এই রূপে সুরতরুর শাপে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতেছে। দেবলোকে শ্রেয়সী নামক গিরিকূটে অংশুমালিনী নামে এক দেবকন্যা ভগবা-

ত্রৈলোক্যনাথের আরাধনা করিতেছেন, তাঁহার আশ্রমকুটে এই কন্যার দৈবদুর্ব্বিপাক-প্রদর্শক তেজস্কর মন্দারকলিকা আছে; তাহা বিকাশ না হইলে, ইহার শাপবিমুক্তির অন্য উপায় নাই। সরস্বতীতীর্থে স্নান করিলে ইঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইতে পারে। মহর্ষি ইহা কহিয়া নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর হেমলতা গুরুদেবাজ্ঞা সরস্বতীতীর্থে গিয়া অবগাহন করিলেন।

মহর্ষি পুনঃ কহিলেন, এই গন্ধর্ব্বরাজপুত্র পুষ্পকেতু অপ্সরোলোকে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুষ্কররূপে জন্মপরিগ্রহ করে। চন্দ্রলেখা পুষ্পকেতুর সমাগমে হতাশ হইয়া দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রলেখারূপে জন্মিয়াছিলেন। সরস্বতীতীর্থে অবগাহন করাতে [illegible] সমুদয় স্মৃতিপথারূঢ় হইল। পুষ্পকেতুর নিকট তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে পূর্ব্বের ন্যায় অনুতাপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তীর্থে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

অদ্য সেই পারিজাতপুষ্প বিকশিত হইয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের বর আছে, সরস্বতীতীর্থে স্নান করিলে শরীর পবিত্র ও লোকের জন্মান্তরীণ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয়। অদ্য পুষ্কর ঐ স্থানে আসিয়া অবগাহন করিবা-

মাত্র চন্দ্রলেখা বৎস পুত্রকে লইয়া স্বরলোকে গমন করিয়াছেন। মহর্ষি ইহা কহিয়া কুমারদিগের কৌতুক-ভঞ্জন করিয়া কহিলেন, বৎস কুশপাদের পুত্রজী বিত্ত, চন্দ্রলেখার শাপবৃত্তান্ত ও ইহার চরম অংশ আর এক দিন কহিব। তাহা অতি চমৎকার ও অদ্ভুত। ইহা কহিয়া মহর্ষি শ্বেতকেশার নিবৃত্ত হইলেন।

এই কালে শুক আখ্যান সমাপন করিয়া কহিল, মহা-রাজ! মহর্ষি যাহা কহিলেন, তাহা আমি ও চন্দ্রায়ুধের কথার চরমাংশ, শুনিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াছে। উহার চরম অংশ কি জানিবার জন্য এখনও আছি, পরে যদি মহর্ষির কোন শুকশাবক পাই জানাই, নতুবা তপস্যায় প্রাণত্যাগ করিব। মহারাজ চন্দ্রাপীড় শুকের কথা শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ উদ্বিগ্ন হইলেন। কেন হইলেন কেহই বলিতে পারিল না। অনন্তর মহারাজ যুক্তি করিয়া শুককে মুক্ত করিয়া দিলেন। শুক মহর্ষি শ্বেতকেশারের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল।

শাস্ত্রপ্রকাশ গ্রন্থ সমাপ্ত।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮১	১৮	তোমাকে	সখীকে
৮৩	২০	গোপানে	গোপনে
৮৪	[illegible]	ফিরোদ	ফরাদ
৮৮	[illegible]	কুকুত	[illegible]
৯১	৩	এই কালে আসিতেছেন	দেখিতে পাইলেন